মধুর-মিলন

(মিলনান্ত নাটক)।

শ্রীরসময় লাহা

ও

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ, প্রণীত।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি।

৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৯০১।

এস কে সাহা, প্রিণ্টার।
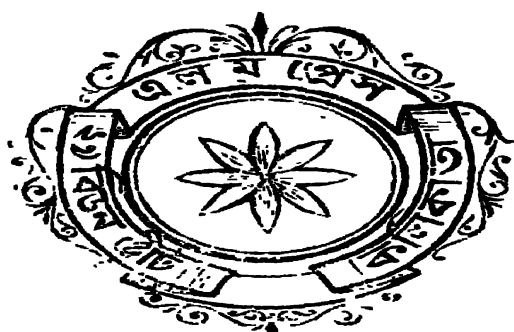
উৎসর্গ।

যাঁহার নিকট

আমরা অশেষ উৎসাহ পাইয়াছি,

সেই সহৃদয় পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ

এই দৃশ্যকাব্যখানি

উপহার প্রদত্ত হইল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সুধীন্দ্রদেব—দেবনগরের নবীন রাজা।

অরবিন্দদেব—ঐ সম্পর্কীয় ভ্রাতা।

মাধব খুড়ো—ঐ বয়স্য।

রণেন্দ্র—সেনাপতি।

বৈকুণ্ঠ—জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

মাণিক—বিশ্বস্ত প্রজা।

মন্ত্রী, ভৃত্য, প্রভৃতি।

স্ত্রী।

যমুনা
লহরী } বৈকুণ্ঠের কন্যাত্রয়।
ললিতা

মাধবের স্ত্রী।

সখীগণ।
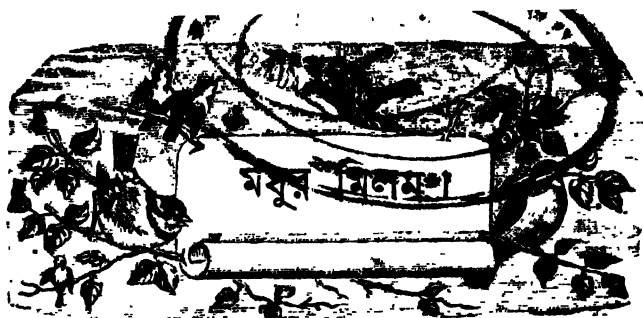
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবনগর রাজপ্রাসাদ।

সুধীন্দ্র, অরবিন্দ ও ভৃত্য।

সু। (ভৃত্যের প্রতি) যাও এই পত্র ল'য়ে সখার সমীপে
ত্বরা। শোন পুনঃ, দিও এই পত্রখানি
অনুগত বৃদ্ধ প্রজা মাণিকের করে।
যাও ত্বরা, ক'রোনা বিলম্ব যেন, ব্যর্থ
হ'বে উদ্দেশ্য আমার তাহে।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

অরবিন্দ,

আজি মম হরষের দিনে অপ্রসন্ন
কেন আনন তোমার? সুখের প্রবাহ
মোর হ'য়ে উচ্ছ্বসিত, সুহৃদ-হৃদয়ে
কেন তরঙ্গ না তুলে?

অ। হউক সফল
সুখ-বাসনা তোমার একান্ত প্রার্থনা
মোর। সুখ-স্বপ্ন সত্য যদি হয় তব,
মোরাও হইব সুখী।

সু। এ আশা স্বপন
বলি' নাহি হয় জ্ঞান, অচিরে হইব
সুখী বিশ্বাস আমার। কেন, যা'র সনে
অর্জ্জিত মম শুভপরিণয়, রূপসী কি
নহে সে রমণী ?

অ। সুকুমার তনু আর
সুরম্য বরণ শুধু রূপ যদি হয়,
অবশ্য রূপসী তবে প্রণয়িনী তব।
কিন্তু জেনো আঁখি মুগ্ধকর তীব্রকান্তি
চেয়ে, মনোমুগ্ধকর শান্তি প্রদায়িনী
সুস্নিগ্ধ প্রকৃতি, রমণীর প্রীতিকর
রূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

সু। সত্য বটে
সেই অলঙ্কারে বঞ্চিতা যমুনা; কিন্তু
যদিও প্রকৃতি তা'র উদ্ধত, গর্ব্বিত,
তবু বড় ভালবাসি তা'রে। কেহ চাহে
বাহিবারে তরী ঘুমন্ত সাগর'পরে;
কেহ পুনঃ ভালবাসে উত্তাল তরঙ্গ
নৃত্য গম্ভীর কল্লোল। আমারো জেনো মনে,
উদ্ধত প্রকৃতি তা'র চিরদিন কভু

নাহি র'বে। বৃথা ধরি রাজদণ্ড, নাহি
যদি পারি করিতে শোধন প্রকৃতি সে
অবলা নারীর। বলি যদি এক কথা,
পারিবে কি রাখিতে গোপনে ?

অ। গুরুতর
বিষয়েতে প্রমাণ কি তা'র দিই নাই
কভু ?

সু। শুন কহি তবে যমুনা গরব
ভাঙ্গিব কিরূপে। সে আমারে জানে রাজা
বলি', রাজরাণী হ'তে বাসনা তাহার
বড়। একে ত সে গরবিণী, নাহি জানি
রাজরাণী হ'লে, উদ্ধত হইবে আরো
কত। তাই ক'রেছি মানস, বিবাহের
পরে, সুরম্য হর্ম্যের স্থলে, লয়ে যা'ব
তা'রে জীর্ণ এক পর্ণ কুটীরেতে। সেথা
রাজা নাম পরিহরি সামান্য গৃহস্থ
বলি' পরিচয় দিব আপনার। দীন
অন্ন বস্ত্র দানে রাজরাণী সুখস্বপ্ন
ভাঙ্গিব তাহার। দেখি তাহে মদগর্ব্ব
ভুলি', হয় কি না হয় অনুগতা, দীন
হীন নগণ্য পতির।

অ। উত্তম কল্পনা !
সিদ্ধি যদি হয় তবে শাসন ক্ষমতা
তব মানিব নিশ্চয়। কিন্তু দেখো যেন

প্রভুত্ব করিতে গিয়ে, দাসত্ব করিতে
নাহি হয়।

সু। সোহাগের ধন বটে নারী;
স্নেহ, প্রীতি, যত্ন দিয়া তুষিতে উচিত
তা'রে; কিন্তু তাই বলি' দাসত্ব যে করে
তা'র, নহে সে পুরুষ। ভাল কথা, কহ
শুনি, যমুনা-ভগিনী লহরীর সহ
তব প্রেম কতদূর হ'ল অগ্রসর?

অ। অগ্রসর এই মাত্র বুঝি, হয় নাই
এখনও পশ্চাতে হটিতে। জানাইলে
প্রেম তা'রে, তখনি সে পাড়ে অন্য কথা!
মনোভাব তা'র বুঝে উঠা ভার! তবু
যেন মনে হয়, ভালবাসে সে আমারে!

সু। আছে তা'র পিতার সম্মতি, ভাব কেন
তবে?

অ। সত্য বটে পিতার সম্মতি আছে;
কিন্তু জীবন সঙ্গিনী যেবা হ'বে, তা'র
মনোভাব জানিতে বাসনা মোর। যা'ব
পিতার আদেশে তা'র, জ্যোতিষীর বেশে
জানিতে হৃদয় লহরীর।

সু। পূর্ণ হ'ক
বাসনা তোমার। লহরী হৃদয়ে যেন
ফোটে অরবিন্দ। চলিলাম আমি এবে।
রণেন্দ্র আসিছে এই দিকে; রমণীর

প্রতি তা'র গভীর বিদ্বেষ! নারী নিন্দা
সদা মুখে তা'র। বড়ই কৌতুক প্রিয়,
কিন্তু হৃদয় বিহীন।

অ। প্রেম শূন্য বটে
হৃদয় তাহার, সরলতা বিবর্জ্জিত
নহে। নির্ভয় হৃদয় তা'র সদানন্দ
প্রাণ।

সু। জানি আমি তা'রে ভালরূপে; এবে
নাহিক সময় মোর, রয়েছে অনেক
কার্য্য।

(প্রস্থান।)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ।)

অ। সদানন্দ সেনাপতি নিরানন্দ
কেন আজি হেরি?

র। নিরানন্দ কোন্ দুঃখে
হ'ব? চিন্তামগ্ন আছি বটে কিছু, কোন
এক উপমার আবিষ্কার তরে।

অ। হাঃ হাঃ
কিসের উপমা তরে চিন্তান্বিত এত?

র। আসিবার কালে হেথা হেরিলাম নারী
দুইজন; অনর্গল ছুটিছে রসনা
যেন কল্লোলিনী। রমণী রসনা কা'র
সনে দিব যে তুলনা, ভাবিতেছি তাই।

অ। কেন কল্লোলিনী মন্দ কি উপমা ?

র। নহে

ঠিক্ উহা। কল্লোলিনী সমভাবে নাহি
বয় সদা। বায়ু যবে নাহি বয়, থাকে
শান্ত, স্থির। কিন্তু রমণী রসনা কভু
না থাকে নীরব। থাক্, কায নাই আর
ও কথায়। ভাল কথা, ছিল রাজা হেথা
এতক্ষণ, মোরে হেরি' প্রস্থানের কিবা
প্রয়োজন নারিনু বুঝিতে।

অ। বিদ্রূপের ভয়ে

তব। জাননা কি গোপনে বিবাহ আজি
হইবে তাঁহার ?

র। বিবাহ ? রমণী সহ ?

কেন হেন মতিচ্ছন্ন হইল রাজার ?
স্বেচ্ছায় নারীর প্রেমে কোন্ সুখ আশে
মোহ বশে মজে নর বুঝিতে না পারি।

অ। ভাল, ভাল, দেখা যা'বে মজ কি না মজ
তুমি রমণীর প্রেমে। চল যাই এবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণেন্দ্রের বাটী।

বালকবেশী ললিতা।

গীত।

ল।

কেমনে জানাব' তা'রে কত ভালবাসি,
কেমনে জানাব হায় আমি যে তা'র দাসী।
কুল শীল মান, জীবন যৌবন
চরণে তাহার করেছি অর্পণ—
জানেনা সে তবু তা'রে কত ভালবাসি।

যা'র প্রেম আশে গৃহ হ'তে পলাইয়ে
আসি', ধরিয়ে বালক-বেশ, প্রাণধনে
সেবি প্রাণপণে, ভালবাসে সে আমারে
বটে, কিন্তু নাহি জানে রমণী বলিয়া
মোরে। নাহি চাহি হেন ভালবাসা। কিন্তু
সত্য পরিচয় দিই যদি তা'রে, তবে
রমণী বলিয়া মোরে নিশ্চয় করিবে
ত্যাগ। কায নাই, তা'র চেয়ে কাছে থাকি'
হেরিব সতত তা'রে, রাজীব চরণ
দুটি পূজিব যতনে মহা ভক্তিভরে
হৃদয় মন্দিরে। ওই বুঝি প্রিয়জন
আসিছেন এই দিকে।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ।)

র। ললিত, শুনেছ
সংবাদ ? হইয়াছে যুদ্ধ অবসান।

ল। সুখী হ'নু শুনি' এ বারতা।

র। ভাল যদি
বাসিতে প্রভুরে, দুঃখিত হইতে তবে।
জাননা কি রণ মোর বড় ভাল লাগে ?

ল। ভাল দুঃখিত হইনু তবে।

র। আর শুন,
ভ্রমণে বাহির হ'তে করেছি মানস।
তোমারে তা' হ'লে হ'বে ত্যজিতে আমায়।

ল। না, না, পারিব না তাহা। নাহি চায় প্রাণ
তোমা সম প্রভুরে ত্যজিতে। র'ব সাথে
যেথা' যা'বে তুমি, সেবিব যতনে সদা।
কেন চাহ ত্যজিবারে মোরে ? করেছি কি
অপরাধ কোন ? হ'য়েছে কি ত্রুটি কিছু
মোর ?

র। না, না, অতি অনুগত তুমি, তুষ্ট
আমি তব ব্যবহারে। ভাল, থেকো সাথে
সাথে, কিন্তু দেখো, আছে বহু মায়াবিনী
নগরে নগরে। মনোহরা রমণীর
বেশে, রাক্ষসী বিরাজে কত! সাবধান
তা'দের কুহকে যেন প'ড়োনা কখন।

তরুণ বয়স তব তাহে সুপুরুষ
বিপদ আশঙ্কা তাই আছে পদে পদে।

ল। রমণী হইতে মোর নাহি কোন ভয়।
নাহিক রমণী হেন করিতে হরণ
এ হৃদয় মম, কহিনু নিশ্চয়।

র। ওই
কথা অনেকেই বলে, প্রলোভনে ভোলে
অবশেষে। নারীর কুহক তুমি নহ
অবগত। পাতিয়ে পীরিতি ফাঁদ ফেলে
পরমাদে। হরিয়ে পরের প্রাণ দেখে
সে কৌতক, নিজ প্রাণ দিতে নাহি জানে।
বাহিরে সরল তা'রা অন্তরে গরল

ল। ক্ষম অপরাধ, রমণী বিদ্বেষ ঘোর
হেরিয়া তোমার, মনে হয় কোন নারী
করিয়াছে প্রতারণা তোমার সহিত।
সকল রমণী কিছু নহে কুহকিনী।
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রীর কথা, কে না
আছে বিদিত ভারতে?

র। কবি কল্পনার
সৃষ্ট জীব তা'রা, জগতে দুর্লভ অতি!
প্রশংসার যোগ্য বটে এ হেন কল্পনা

ল। কল্পনা কি সত্য নাহি হয়? কেবল কি
কবি, মিথ্যা ছবি করেন কল্পনা

র। কবি

সদা সৌন্দর্য্যে বিভোর, আদর্শ সৌন্দর্য্য
সৃষ্টি অন্যতম উদ্দেশ্য তাঁহার। কিন্তু
নিদারুণ সত্যপূর্ণ কঠোর সংসারে
উৎকর্ষের আদর্শ কোথায়? তাই বলি
থেকো সাবধানে।

(প্রস্থান।)

ল। আছি খুব সাবধানে,
রমণীর ভয়ে নহে, রমণী বলিয়া
নিজে। নারীই কি কুহকিনী শুধু? তবে
তুমি কিসে হরিলে পরাণ মোর? সেও
কি কুহক নহে—যাহার প্রভাবে হায়
গৃহ, পিতা, ভগ্নীগণে করি' পরিহার
সাজিয়াছি ছদ্মবেশী অনুচর তব?

গীত।

চাতকিনী চেয়ে তব মুখপানে
বাঁচাও তাহারে প্রেমবারি দানে।
হরেছ হৃদয়, তবু অবলায়
বল কুহকিনী কেন কে জানে?
এস ঘৃণা ভুলে, লও নাথ তুলে,
শুধু দাসী ব'লে, রাখ চরণে।
নবঘন বারি, সম্মুখে নেহারি,
পিপাসায় মরি, বাঁচি কেমনে!

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্পবাটিকা।

যমুনা ও সখীত্রয়।

গীত।

মরি কিবা রূপ নেহারি,
স্থির বিজলী সম শোভে সহচরি।
চুমিতে কমল কলি, আসিছে আকুল অলি,
পুলকে পরাণ যেতেছে ভরি।

১ম স। হের সখি হের তরু কোল আলো করি'
হাসিতেছে ওই গোলাপ কলিকা কিবা
কুসুম রতন, স্নিগ্ধ পরিমলে দিক্
হ'য়েছে আকুল।

য। ওই সুমধুর বাস
বড় ভাল বাসি আমি; তুলে এনে দাও
সখি অলকে পরায়ে মোর,—ওই ফুল,
কাঁটা জন্ম ভুলে গিয়ে লভিবে অতুল
শোভা চিকুরে আমার।

(ফুল তুলিতে প্রথম সখীর গমন।)

২য় স। শোভিবে যেমতি
তুমি রাজার হৃদয়ে, রাজরাণী হ'য়ে
বুঝি সৌভাগ্যের বশে ?

য। আমার সৌভাগ্য !
ছিছি, একি ভুল সখি তব ? সুপ্রসন্ন
ভাগ্য সে রাজার—আমা হেন নারী রত্নে
লভি' পূণ্যবলে, আজি, হইবে পরম
সুখী। রতন কোথায় করে আকিঞ্চন
রাজার মুকুটে স্থান লভিবার তরে ?
রাজাই সৌভাগ্য মানি আপনার শিরে
পরম যতনে ধরে রতনে গৌরবে।

(গাহিতে গাহিতে ফুল লইয়া প্রথম সখীর পুনঃপ্রবেশ।)

গীত।

এনেছি গোলাপ ফুল
দুলিয়ে দিব অলকে ;
অপরূপ শোভা হেরি'
আদরে ও কর ধরি,'
বাঁধ্‌বে দিয়ে প্রেমের ডুরি,
হৃদয় মাঝে পুলকে।

৩য় স। রাজরাণী রূপে সখি, হেরিয়া তোমারে
আজি হইব আমরা সুখী। জীবনের
চির আশা তব পূর্ণ হ'বে বিধাতার
শুভ আশীর্ব্বাদে। মহিষীর যোগ্য বটে
ও রূপ মাধুরী।

য। শুধু কি সৌন্দর্য্য লয়ে
জনমেছি আমি এই ধরাতল মাঝে ?
মহিষীর সম উচ্চ হৃদয় আমার

গঠেনি কি প্রকৃতি যতনে?—যা'র বলে
সুধীন্দ্র হৃদয় মুগ্ধ চিরদিন তরে?

১ম স। পতি সোহাগিনী হ'য়ে সুখে থাক সখি,
অমায়িক রাজা তিনি সুপুরুষ অতি,
সকলের প্রিয় বড়—

ম। ভাল দেখাইলে
সখি সতী-ধর্ম্ম তব; পর পুরুষের,
স্তুতি যে ধরে না মুখে!

১ম স। কুসুম মালিকা-
সম তোমারে সজনী দিব যাঁ'র গলে
আজি দুলায়ে সোহাগে, যাঁ'র অঙ্কতলে
রাজলক্ষ্মী হয়ে তুমি, স্তিমিত দামিনী
সম অচঞ্চল চিতে রাজরাণী রূপে
বিরাজিবে আজি হ'তে—তিনি যদি পর
আমাদের কে তবে আপন?

২য় স। ভুলে যা'বে
প্রিয় সখি বুঝি আমাদের চিরতরে
রাজার মহিষী হ'য়ে তাই ভাব মনে
সুধীন্দ্র মোদের পর!

ম। সুধীন্দ্র, সুধীন্দ্র,
শুধু সুধীন্দ্রের নাম ছাড়া আর কোন
কায নাই আজ?

৩য় স। যে নামের কণামাত্র
পশিলে শ্রবণে তব হৃদয় উথলি'

উঠে আনন্দ হিল্লোলে, যূথিকা স্তবক
সম ফোটে মৃদুহাসি বিমল অধরে,
মুকুলিত গোলাপের আভা স্ফূর্ত্তি পায়
কপোল যুগলে তব, সরমে আনত
হ'য়ে আসে বরানন, কি এক লাবণ্য
ভাসে নয়ন কমলে—সেই সুধামাখা
সুধীন্দ্রের নাম ছাড়া কি শুনা'তে বল
প্রিয়সখি? হেন সুধীন্দ্রের অনুগতা
হ'য়ে সুখে থাক সদা সুধীন্দ্র সেবায়।

য। আমি হব পতি অনুগত? যে আমার
করতলগত—সেবিব চরণ তাঁ'র
দাসী সম আমি? মনেও ভেবনা তাহা;
যমুনা হইবে রাণী রাজার হৃদয়ে।
ইঙ্গিতে সুধীন্দ্রদেবে ফিরাবে অচিরে
যমুনা প্রকৃতি নহে সামান্যা রমণী·
সম, জানিও নিশ্চয়।

২য় স। প্রেমের সাগর
মাঝে সুধীন্দ্র তরণী ভাসিছে অকূলে;
প্রিয়সখি কর্ণধার হ'য়ে তা'র বুঝি
ফিরাইবে যথা তথা?

য। রাখ পরিহাস,
ওই দেখ আসিছে লহরী এই দিকে।
রাজার সহিত মোর হ'বে পরিণয়
তাই আজ হাসি তা'র ধরেনা অধরে।

স। ললিতা থাকিত যদি আজ প্রিয়সখি !

ম। ললিতা, ললিতা, তা'রে বড় ভালবাসি
ছোট বোনটী আমার—নিরুদ্দেশ হ'ল
হায় না জানি কি দুঃখে ! এ সুখের দিনে
মোর, তাহার কারণে ব্যথিত হ'তেছে
বড় প্রাণ।

(লহরীর প্রবেশ।)

ল। দিদি, দিদি, সন্ধ্যা হয়ে এল ;
এস ত্বরা গৃহে ফিরি' সখীগণ সনে,
কত কায রয়েছে যে বাকি।

। চল তবে চল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

সুধীন্দ্র ও যমুনা।

সু। এই আমাদের সুখের আবাস। নহে
কি এ চারু গৃহ মনোমত তব ?

য। চারু
গৃহ? নিরঞ্জন জীর্ণ এ কুটীর, গৃহ
বটে সঙ্গীহীন মৌন পেচকের।

সু। প্রিয়ে,
আমাদেরো গৃহ এই।

য। বুঝি পথ-শ্রম
তবে দূর করিবার তরে।

সু। সত্য কহি
তবে শুন। এই সেই প্রাসাদ আমার
যা'র কথা শুনে ছিলে তুমি।

য। যাও, রাখ
পরিহাস, অসময়ে পরিহাস নাহি
লাগে ভাল।

সু। সত্য যা' কহিনু জেনো, নহে
পরিহাস। পতি বটে আমি তব, কিন্তু
নহি রাজা জানিও নিশ্চয়।

য। নহ রাজা ?
শঠের ছলনে আমি ভুলিনু কি তবে ?

সু। নহি শঠ, তোমা সম রমণী রতন
পেয়ে রাজ্যেশ্বর গণি আপনারে।

য। কায
নাই তোমামোদে আর। রাখহ কৌতুক,
প্রাসাদে চলহ শীঘ্র, হইয়াছি ক্লান্ত
অতিশয়।

সু। দীন আমি হায়, কোথা বল
পাইব প্রাসাদ ? তব আগমনে আজি
প্রাসাদ হইল মোর ক্ষুদ্র এ কুটীর।

য। সত্য তুমি নহ রাজা ?

সু। রাজা বটে তোমা
ধনে পেয়ে পত্নীরূপে। নতুবা সামান্য
গৃহী আমি।

য। কা'রা তবে তা'রা—তোমা 'সহ
ছিল যেই অনুচরগণ ?

সু। বন্ধু তা'রা
মম, স্বকার্য্যে গিয়াছে এবে সবে, মোর
কার্য্য ফুরায়েছে বলি'।

য। রাজা যদি নহ,
কেবা তুমি কহ সত্য করি?

সু। কহিয়াছি
সামান্য গৃহস্থ আমি, সামান্য সঙ্গতি
আছে; সুখে তাহে কাটাইব দিন। পতি
আমি তব, লোকে বলে নহেক কুরূপ,
নবীন যৌবন মম সবল শরীর।
আর কিবা চাও? সন্তুষ্ট নহ কি ইথে?

য। ফিরে মোরে রেখে এসো গৃহে।

সু। এই তব
গৃহ।

য। শুন বলি, রাণী হ'তে বড় সাধ ছিল
মোর মনে—

সু। ভাল, তা'তেই যদ্যপি তুমি
সুখী জ্ঞান কর আপনারে, রাণী বলি'
সম্বোধিবে সকলে তোমায়।

য। দাস দাসী
সহচরী প্রয়োজন মোর।

সু। প্রয়োজন
কিবা তাহে? অকারণ ব্যয় শুধু। আমি
তব র'ব দাস অনুগত, সহচর

সতত তোমার, অন্য দাসে প্রয়োজন ?
যে কার্য্য আপনা হ'তে হইবে সাধিত,
তাহার কারণে থাকে, পর মুখ চেয়ে
বুদ্ধিহীন জনে। আত্ম নির্ভরতা জেনো
শ্রেয়ঃ শতগুণে।

ন। শতগুণে মৃত্যু ভাল
দাসীবৃত্তি চেয়ে। ভেবেছ কি দাসী হ'য়ে
থাকিব তোমার ? তুষ্ট হ'য়ে গৃহকার্য্য
করিব পালন ? ভেবেছিনু রাজরাণী
ভাগ্যের লিখন, কিন্তু অদৃষ্ট ছলিল
বলি', ভেবোনা সহিব কভু অকাতরে
অত্যাচার বঞ্চক পতির। জেন মনে
অক্ষুণ্ণ রাখিব মান, মহিষী-প্রকৃতি !

সু। তুষ্ট চিত্তে ভাগ্যের লিখনে, গৃহকার্য্যে
রত হ'য়ে পরিচর্য্যা করিলে পতির,
তবেই অক্ষুণ্ণ থাকে রমণীর মান।
ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তা নহে মহিষী-প্রকৃতি।
ধীরতা, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-ঐশ্বর্য্য গরব-
হীন মহৎ অন্তর, মহিষীর শ্রেষ্ঠ
অলঙ্কার। উচ্চতম পদের গৌরব
বাড়ে জেন বিনয়েতে, নাহি পায় হ্রাস।
উন্নত হইবে যদি নত হও আগে।

ব। তুমি কি বলিতে চাও, রন্ধন করিব
আমি শাকান্ন তোমার ?

সু। ওই সুকোমল
হস্তের রন্ধন সুমিষ্ট হইবে অতি,
শাক অন্ন, পরমান্ন চেয়ে হ'বে আরো
তৃপ্তিকর।

য। পাগল করিতে মোরে চাও
কি গো তুমি? রেখে এস পিতৃগৃহে মোর
করি গো মিনতি।

সু। সে কি? পিতৃগৃহে আর
কিবা প্রয়োজন? থাকিব দু'জনে হেথা
অতি সুখে মোরা; রবে না মালিন্য মনে,
শান্তি সদা বিরাজিবে গেহে, অকৃত্রিম
প্রেমডোরে রব বাঁধা পরাণে পরাণে
চিরদিন।

য। শান্তি? চির অশান্তির জেনো
হইবে আবাস তব গৃহ। অকৃত্রিম
ঘৃণাচক্ষে হেরিব তোমায় চিরদিন।
শান্তি কোথা, যেথা নাই প্রাণের মিলন?
পালাইয়ে যা'ব পিতৃগৃহে অনুমতি
যদি নাহি দাও।

সু। সতর্ক রহিব তাহে।

য। ভাল, আমিও অবাধ্য হ'ব রাখ যদি
মোরে হেথা। শুনিব না কোন কথা তব।

সু। তাও কি সম্ভব কভু ওলো সুলোচনে?

য। কেন বা সম্ভব নহে? অবাধ্য যদ্যপি
হই প্রহার কি করিবে আমারে?

সু। ছি ছি,

নারীরে প্রহারি' যেবা পৌরুষ জানায়

নৃশংস সে কাপুরুষ মানব-কলঙ্ক।

প্রহারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মিষ্ট উপদেশ ;

বুঝাইব মধুর বচনে।

য। ভাল, যদি

দিবেনা আমায় পিতৃগৃহে যেতে, পত্র

তবে লিখিব তাঁহারে। তা'তেও কি আছে

কোন বাধা ?

সু। কিছু মাত্র নহে, তবে আছে

এক কথা। পবিত্র সে পরিণয় সূত্রে

তুমি জীবনের সহচরী মম, সুখে,

দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ছায়া সম র'বে

তুমি কাছে—

য। মনেও ভেবনা তাহা। ছলে

ভুলাইয়ে মোরে লভিয়াছ বটে, কিন্তু

জেনো মনে স্থির, দীন দরিদ্র পতির

কভু না হইব আমি আজ্ঞাবহ দাসী।

হতমান সহিতে না পারে এ হৃদয়।

(প্রস্থান।)

সু। নাহি রবে চিরদিন উদ্ধত প্রকৃতি

তব, খর্ব্ব হ'বে গর্ব্ব এবে; হইবে লো

আদর্শ-স্থানীয়া তুমি সব রমণীর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠের গৃহ।

(বৈকুণ্ঠ, ও দৈবজ্ঞের বেশে অরবিন্দ দেব।)

বৈ। আপত্তি নাহিক কিছু মোর লহরীরে
করিতে অর্পণ তব করে। কিন্তু এক
কথা, জানিব তাহার মন আগে। তা'র
যদি অমত না থাকে, নাহি কোন বাধা।
কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা'র কখনই
দিব না বিবাহ। হায়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে
গিয়ে হারায়েছি ললিতারে মোর, নাহি
জানি মনদুঃখে কোথা গেল বাছা! আছে
কি ললিতা মোর জীবিতা এখনো? হায়,
কে দিবে বলিয়া মোরে?

(লহরীর প্রবেশ।)

ল। কেন ডাকিয়াছ
পিতঃ?

বৈ। এসো বৎসে, ললাট লিখন তব
গণিয়া দেখিবে এই দৈবজ্ঞ মহান্।
অতি বিজ্ঞ সুপণ্ডিত জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে
ইনি। ভূত, ভবিষ্যৎ কথা, যথাযথ
পারেন বলিতে। অসঙ্কোচে করতল
দেখাও ইহারে, আসিতেছি আমি ত্বরা।

(প্রস্থান।)

ল। (স্বগত) দৈবজ্ঞ নহেন ইনি কভু! অরবিন্দ
দেব বলি' হতেছে সংশয়!

অ। সুলোচনে,
করতল দেখাবে কি মোরে?

ল। (স্বগত) সেই স্বর!
চিনেছি তোমারে ওহে দৈবজ্ঞ ঠাকুর।
(প্রকাশ্যে) দেখুন কি আছে লেখা অদৃষ্টে আমার।

অ। দেখিতেছি অঙ্কুরিত হয়েছে হৃদয়ে
তব প্রণয়ের বীজ।

ল। (স্বগত) সংশয় যেটুকু
ছিল, হ'ল তাহা দূর। বুঝিয়াছি তব
অভিপ্রায়। (প্রকাশ্যে) ভাল, কহ দেখি কার সনে
হয়েছে প্রণয় মোর?

অ। জনৈক পুরুষ
সনে।

ল। নহে সে নূতন কথা। নারী সহ
রমণীর প্রেম, না হয় সম্ভব কভু!

অ। বাধা কেন দাও মোরে? শুন মোর কথা
আগে। কোন এক নবীন পুরুষ সহ
হইয়াছে প্রণয় তোমার—

ল। নবীনের
প্রতি নবীনার প্রেম নহেক আশ্চর্য্য!
কিন্তু তব গণনায় হইয়াছে ভুল।

অ। ভুল অসম্ভব! গোপন করিছ তুমি

হৃদয়ের কথা। কিন্তু গোপন প্রয়াস
বৃথা আমার নিকট। কহিব দেখিবে
তব প্রণয়ীর নাম ?

ল। বল দেখি শুনি ?

অ। (নানারূপ গণিবার ভাণ করিয়া)
অ-র-বি-ন্দ। কেমন ? হয়েছে ঠিক্ ?

ল। গণক ঠাকুর তুমি বড় সুচতুর,
কিন্তু হয় নাই ঠিক্ গণনা তোমার।
মোর হৃদে নহে, অরবিন্দ-হৃদে বটে
হইয়াছে অঙ্কুরিত প্রণয়ের বীজ।
প্রণয়িনী মনোভাব জানিবার তরে
এসেছে সে গণকের বেশে।

অ। সে কি ? (স্বগত) ঠিক্
ধরিয়াছে।

ল। এই দেখ সে কি ?

(অরবিন্দের দাড়ি উপাড়িয়া হাসিতে হাসিতে পলায়ন।)

অ। হায় ! হায় !
পড়িলাম ধরা, হ'ল না হৃদয় তা'র
জানা। হাস্যময়ী দিল না ত ধরা নিজে ?
লহরী, লহরী, সংশয়ে রাখিবে মোরে
আর কতদিন ? কভু হয় মনে, সত্য
তুমি ভালবাস মোরে, যখন তোমার
হেরি স্থীরা, ধীরা যুবতী মূরতি। কিন্তু
পুনঃ সংশয় উদয় হয়, হেরি যবে

চঞ্চলা চপলা তব বালিকা মূরতি।
তোমা' লয়ে কৌমার যৌবন সদা করে
কাড়াকাড়ি। ভালবাসি উভয় মূরতি ;
কিন্তু না বুঝিনু কা'রে বেশী ভালবাসি
কে বেশী সুন্দর !

গীত।

প্রাণ নিয়ে অবহেলা এ কি খেলা তা'র ?
মরমের কথা তা'র বুঝা হ'ল ভার।
হৃদয় জানিতে এসে, হৃদয় হারানু শেষে,
হেসে কেড়ে নিয়ে গেল পরাণ আমার।
ভালবাসে কি না বাসে, জানিতেও দিল না সে
অবলার কাছে হার মেনেছি এবার।

(বৈকুণ্ঠের পুনঃ প্রবেশ।)

বৈ। সফল ত মনোরথ ?

অ। ভাগ্য নহে সুপ্রসন্ন। চিনিল আমায়
তব চতুরা দুহিতা, পলাইল হাস্য
করি' মোর কাছ থেকে।

বৈ। হ'য়োনা হতাশ ;
অপর কৌশল এক আছে। চিত্র তব
এতদিনে করিয়াছি শেষ। রাখিয়াছি
উহা রাজার চিত্রের পাশে। শিল্প কলা
কন্যা মোর বড় ভালবাসে ; দেখিতে সে

চেয়েছিল, তোমা দু'জনার চিত্র হ'লে
সমাপন। আজি তা'রে দেখাইব। থেকো
তুমি চিত্রের আড়ালে; পাইবে শুনিতে
যদি বলে কোন কথা, লহরী আমার।

অ। উত্তম প্রস্তাব। তবে চল শীঘ্র করি'।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠের চিত্রাগার।

লহরী।

ল। পিতা মোর সুনিপুণ চিত্রকর অতি।
সশরীর বিদ্যমান রাজা যেন হেথা।
এই যে পার্শ্বেতে তাঁ'র রাজভ্রাতা শঠ-
শিরোমণি গণক ঠাকুর। হায়, হায়,
চতুর হইয়ে এত অবলার কাছে
হার মানিলে ঠাকুর? হৃদয়ের ভাব,
মুখ দেখি' বুঝেনা যে জন, হাত দেখি'
বুঝিবে কেমনে? প্রেমিকের ভাণ মিছে
কেন করে যেবা প্রাণের নীরব ভাষা
আঁখি হেরি বুঝিতে না পারে? আঁখি যুগ
সূচীপত্র হৃদয়-গ্রন্থের। মোর হস্ত
চাহিলে দেখিতে যবে, দিনু প্রসারিয়া;
তা' না করে' তুমি যদি হাত বাড়াইয়ে

আলিঙ্গন করিবারে আসিতে আমারে,
পাইতে হৃদয়ে মোরে তবে। সুখে মাথা
রাখিতাম বুকে।

অ। (চিত্রের পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া)
ভাল তাই হ'ক প্রিয়ে। (আলিঙ্গন)

ল। বড় ঠকায়েছ মোরে মানিলাম হার।

অ। কণ্ঠহার হ'বে তুমি বলগো আমার ?

ল। দাসী হ'ব রাখ যদি চরণে তোমার।

অ। মুকুতার মালা কেবা পায়ে রাখে বল ?
চিরদিন করে' থেকো এহৃদয় আলো।

ল। আসিছেন পিতা এই দিকে। ছি ছি লাজে
মরি পালাই কেমনে ?

অ। মিছে কেন লাজ ?
পিতা তব জানেন সকলি।

(বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।)

বৈ। বুঝিয়াছি
কৌশলে লহরী আজি পড়িয়াছে ধরা।
তুষ্ট আমি ইথে, শুভদিন দেখি, সঁপি'
দিব তব করে দুহিতারে মোর।

(একখানি পত্র হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। এই চিঠি নিন্।

(প্রস্থান।)

বৈ। (পত্র খুলিতে খুলিতে)
যমুনার পত্র এ যে।

অ। (স্বগত) সব মাটি। অসময়ে আসিল এ লিপি।

ল। পিতঃ কেন হেরি ভাবান্তর? অসুস্থা কি
দিদি?

বৈ। নহে তাহা।

ল। কিবা তবে কহ শীঘ্র
করি,' ভ্রূভঙ্গি হেরিয়া তব হইতেছে
ভয়।

বৈ। শঠ, ঘোর প্রতারক! প্রতারিত
হইয়াছি আমি। শুন অরবিন্দ, ভ্রাতা
তব ঘোর প্রতারক। তুমিও যে শঠ
তাহে নাহিক সংশয়। পড় পত্র এই।

অ। (পত্র পাঠ) "পিতঃ তনয়ারে দেছ ভাসাইয়ে, নহে
রাজা জামাতা তোমার। কুটীরনিবাসী
সে যে ধনমানহীন। হইয়াছ ঘোর
প্রতারিত!

ল। নহে রাজা! দরিদ্র গৃহস্থ!

বৈ। দিওনাক বাধা, শুনে যাও সমুদয়।

অ। "নাহি অট্টালিকা দাস দাসী অনুচর,
সহায় সঙ্গতি কিছু। দরিদ্র কুটীরে
থাকি, বিহঙ্গিনী পিঞ্জরে আবদ্ধ যথা।
উদ্ধার না কর যদি অবিলম্বে, পিতঃ
অভাগিনী যমুনায় হইবে মরণ।"

বৈ। কি বলিতে চাও? সকলি জানিতে তুমি,
তথাপি কিছুই মোরে করনি প্রকাশ।

ভ্রাতা তব প্রবঞ্চনা করি' লভিয়াছে
এক কন্যা মোর, তুমিও এসেছ তাই
হরিবারে অন্য দুহিতারে। কিন্তু জেনো
সহিব না হেন অপমান, প্রবঞ্চনা
কভু।

অ। ত্যজ রোষ, শান্ত হও কিছুদিন
তরে, জানিবে প্রকৃত কথা। আছে এক
প্রগাঢ় রহস্য জেনো ইহার ভিতর।

বৈ। বাকি নাই রহস্য জানিতে। সমুচিত
প্রতিফল পা'বে এই ছলনার তরে।

অ। নাহি ছলনার লেশ।

বৈ। তুমি কি বলিতে
চাও রাজা তবে ভ্রাতা তব ?

অ। এ প্রশ্নের
সদুত্তর এবে নাহি পারি দিতে।

বৈ। সে কি ?
প্রশ্নত কঠিন নহে ? সরল প্রশ্নের
সরল উত্তর দিতে কুণ্ঠিত যেহেতু,
দোষ তাহে হইতেছে সপ্রমাণ।

অ। ভ্রম
হইয়াছে তব, কিন্তু হেন অবস্থায়
ভ্রম ত হ'তেই পারে বিস্ময় কি তা'য় ?
মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ রহস্য ইহাতে

আছে জেন স্থির, যে রহস্য প্রকাশিতে
অক্ষম এক্ষণে আমি।

বৈ। শীঘ্র সে রহস্য
হ'বে উদ্ঘাটিত। অচিরে দেখিতে যা'ব
যমুনারে মোর।

অ। আমিও যাইব যথা
কালে, অবিশ্বাস ঘুচিবে অচিরে তব।
মিথ্যা যদি কহি, এই মহারত্ন হ'তে
যেন হইগো বঞ্চিত।

বৈ। কিছুই বুঝিতে
নারি, প্রহেলিকা অন্ধকার ভেদিতে না
পারি। সত্য যদি হয় তব কথা, কন্যা
মোর সঁপিব তোমারে তবে। কিন্তু মিথ্যা
যদি হয়, পাবে শাস্তি জেন সমুচিত।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর।

সুধীন্দ্র।

সু। লিখিয়াছে লিপি এক পিতারে তাহার।
শুনিলাম কোন এক কৃষক বালক
দ্বারা পাঠায়েছে সেই লিপি। কিন্তু এবে
যেন অনুতপ্ত হেরি যমুনারে এই

কার্য্য তরে। এই যে আসিছে হেথা প্রিয়া,
পরীক্ষা করিব তা'রে।

(যমুনার প্রবেশ।)

বিমর্ষ কি হেতু
প্রিয়ে?

য। নিজ কুমতির তরে। হায় কেন
লিখিলাম পত্র পিতারে আমার।

সু। সে কি?
দুঃখিতা কি তুমি তাহে?

য। বড়ই দুঃখিতা।
কেননা করিনু মম অঙ্গুলি ছেদন
পত্র লিখিবার আগে হায়!

সু। চিন্তা কিবা?
পুনঃ এক পত্র লিখ বুঝাইয়া তাঁ'রে।

য। লিখিলেও হয়।

সু। অবশ্য লিখিতে হ'বে।

য। ভাল লেখা যা'বে ইচ্ছা যদি হয়।

সু। সে কি?
ইচ্ছা যদি হয়? এখনি লিখিতে হ'বে।

য। তাই যদি ইচ্ছা তব অবশ্য লিখিব।

সু। কি লিখিবে বল দেখি?

য। লিখিব ভেবনা

পিতঃ আর, ঘটেছে যা' ছিল মোর ভালে,

এই পতি লয়ে যেন সুখে করি ঘর।

সু। বেশ বলিয়াছ, পতির ইচ্ছাই সদা

যতনে পালিতে হয় উচিত সতীর;

দেখিতেছি ফিরিয়াছে মতিগতি তব।

য। মতান্তর ঘটিতেছে দিন দিন বটে।

সু। বড় সুখী হইলাম শুনে। যে সকল

তুচ্ছ বস্তু তরে হ'তে তুমি লালায়িত,

বুঝিতেছ অসারতা এবে তাহাদের?

য। বুঝিতেছি বেশ।

সু। রাজ্য কি অসার নহে?

য। নিতান্ত অসার এবে বুঝিয়াছি স্থির।

সু। (স্বগত)

মিথ্যা কথা ইহা। (প্রকাশ্যে) ভাল নির্জ্জন এ স্থান

নহে কি লো সুখকর, প্রাসাদের চেয়ে?

য। এই শান্তিময় স্থান শতগুণে বাসি

ভাল প্রাসাদের চেয়ে।

সু। (স্বগত) এও মিথ্যা কথা।

(প্রকাশ্যে) ক্ষুদ্র বটে এ কুটীর, কিন্তু পরিচ্ছন্ন

শান্তিপ্রদ অতি।

য। সন্দেহ নাহিক তা'য়।

সু। গৃহসজ্জা বহুল যদ্যপি নহে, তবে
যাহা কিছু আছে হেথা অকারণ নহে
কোনটাই।

য। সে বিষয়ে নাহিক সংশয়।
(স্বগত) একবস্তু শত কাঁযে লাগে।

সু। কোলাহল
লোক সমাগম নাহি কিছু হেথা। সঙ্গ কিবা
প্রয়োজন? দোঁহা সঙ্গে আছি সুখে দোঁহে
অহরহঃ। আর যৌবন বয়সে, কার্য্য
ভাল আলস্যের চেয়ে। বিলাসিতা কোলে
যা'রা আলস্যে কাটায় দিন, চিররুগ্ন
দেহ তাহাদের, অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ
না পারে ভুঞ্জিতে। লক্ষপতি বঞ্চিত যে
ধনে, নিঃসম্বল শ্রমজীবি মহাধনী
সেই স্বাস্থ্য ধনে।

য। স্বাস্থ্য বিনা ধনে কোথা
সুখ? ধন বিনিময়ে স্বাস্থ্য নাহি চায়
কেবা?

সু। দাসদাসী কত অনর্থের মূল
সকলেই জানে।

য। বিষম অনর্থ তা'রা
ঘটায় সর্ব্বদা।

সু। সুখের কামনা যেবা
করে, কেন সে ত্যজিয়ে হেন নিরঞ্জন
শান্তিময় স্থান, চাহে যে করিতে বাস
অশান্তি অসুখপূর্ণ উন্নত প্রাসাদে,
ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, পাপ, প্রতারণা অবিরাম
বিরাজে যথায় ?

য। মহা প্রলোভনে পূর্ণ
বিষম সে স্থান।

সু। সুখী তবে আমাদের
সম কেবা ? নাহিক অভাব কিছু।

য। নাহি
কোনও অভাব। না, না, একটি অভাব
আছে।

সু। সে কি ? কিসের অভাব ?

য। ক্রোধ যদি
হয় তব—

সু। না, না, কহ অসঙ্কোচে, ক্রোধ
কেন হ'বে অন্যায় যদি না কহ।

য। কিবা
চাহে বন-বিহঙ্গিনী যদি সে পিঞ্জরে
বদ্ধ থাকে সদা ? অবরুদ্ধ কেন মোরে
রাখ দিবানিশি হেন সুখময় স্থানে ?

সু। (স্বগত) বুঝিয়াছি চাহ স্বাধীনতা, কিন্তু নাই
এখনো বিশ্বাস। (প্রকাশ্যে) কোথা চাহ যেতে প্রিয়ে
গৃহের বাহিরে ?

য। কাননে দেখিতে পাই
ফুটে কত ফুল, আকুল অন্তরে ছোটে
মধুলোভে মত্ত অলিকুল। সাধ হয়
কুসুম চয়ন করি' সযতনে গাঁথি'
মালা পরাই তোমার গলে।

সু। ভাল, আজি
হ'তে রাখিব না আবদ্ধ তোমারে আর।
(স্বগত) নয়নে নয়নে কিন্তু রাখিব তোমায়।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রণেন্দ্রের বাটী।

রণেন্দ্র।

র। কি আশ্চর্য্য! স্বেচ্ছায় নারীর দাস কেন
হয় নর? জ্ঞান, বিদ্যা, বাহুবলে বলী
যা'রা, নাহি জানি কোন মোহ মন্ত্র-বলে
তারাও, থাকে যে বাঁধা নারীর অঞ্চলে?
সুধীশ্রেষ্ঠ সুধীন্দ্রও হ'ল মতিভ্রষ্ট!
রমণী-মুখারবিন্দে ইন্দীবর আঁখি
হেরি, অরবিন্দ হয়েছে অস্থির! হায়!
হেন জন নাহি কি ধরায় পরিতে না
চায় যেবা রমণীর প্রেমের নিগড়?
ললিত কোথায়? মিষ্টভাষী অনুগত
বড় সে বালক। ললিত? ললিত?

(ললিতার প্রবেশ।)

ল। কহ
কিবা প্রয়োজন মোরে।

র। সঙ্গীত শুনিতে
তব বাসনা আমার।

ল। গাহিব কি সুখ
গান অথবা দুঃখের গীতি ?

র। দুঃখ-গীতি
মধুর অধিক, সুখ স্মৃতি হৃদ মাঝে
জাগাইয়া দেয়।

ল। ভাল, তাহাই শুনাব।

গীত।

বৃথা কেন সদা ফেলি আঁখি জল,
হুতাশ নিশ্বাস বৃথা অবিরল।
মরমের ব্যথা, চেপে রাখা বৃথা
ভাঙ্গে হৃদি তার তাড়নে প্রবল।
জীবন মরণ, তাঁরি করে মম
জানাব বেদন কেমনে বল,
হয় না যে বলা, করি' অবহেলা,
পাছে পায়ে ঠেলে কাঁদায় কেবল।

র। কি যেন কাহার মরমের গীতি ইহা
দুঃখময় সুর—তবু রয়েছে মধুর
সুধা।

ল। যা'র কাছে শিখেছি এ গান, কত
যে যাতনা সদা নীরবে সহিত হৃদে,
শুনিলে গলিবে হিয়া পাষাণে গঠিত
যা'র।

র। জান কি তাহারে তুমি,—কেমনে বা
জানিলে তাহারে?

ল। জানি আমি ভালরূপে
তা'রে, আসিত সে দিদির নিকটে মোর,
শুনাইতে আপনার দুঃখের কাহিনী।

র। সে কাহিনী এতই কি মর্ম্মভেদী, গলে
যাহে পাষাণে গঠিত হিয়া?

ল। (স্বগত) কোথা তুমি
বিপদবারণ প্রভু হৃদে দাও বল,
দেখাইব নারীর কৌশল, আজি তব
কৃপাবলে। (প্রকাশ্যে) শুন তবে কহি। ছিল কোন
সৈনিক পুরুষ এক নয়ন রঞ্জন
সমর নিপুণ বীর বিপুল সাহসী।
আছিল তাহার এক ভৃত্য অনুগত,
বয়স আমারি মত, প্রভুর সহিত
ফিরিত সে দেশে দেশে।

র। এ যে আমাদেরি
ইতিহাস!

ল। কতক সাদৃশ্য আছে বটে,
কিন্তু শেষাংশ ইহার অন্যরূপ। সেই

ভৃত্য অন্য কেহ নহে, সেই বিষাদিনী
এই গীত রচয়িত্রী প্রেম উন্মাদিনী।

র। সে কি? অসম্ভব কথা! নহে সে বালক?
অথচ বালক বেশ ধরি' ফিরিল সে
দেশে দেশে প্রভুর সহিত? ঘোর মূর্খ
প্রভু তা'র! নারিল চিনিতে তবু! নাহি
হয় প্রত্যয় এ কথা। ভাল, ধরা তবে
পড়িল কিরূপে?

ল। মরণ অবধি তা'র
সরমে মরম কথা না হ'ল প্রকাশ!
হইত সে যতবার বলিবার তরে
অগ্রসর—লাজ, অপমান, অবহেলা,
ভয় আসি' বাধা দিত তা'রে। অবশেষে
নীরবে প্রাণেশে তা'র পূজি' বহুদিন,
সরোবর তীরে যথা ফুটিয়ে কুসুম
বারির অভাবে শেষে শুথাইয়ে পড়ে
ঝরি' সরস-সলিলে, সেইরূপ তারো
হায় শুষ্ক দেহখানি প্রিয় পদতলে
পড়িল লুটায়ে, তা'র অন্তিম সময়।
অনন্ত বাসনা হায় অন্তিম কালেতে
শুধু করিল জ্ঞাপন!

র। অর্ব্বাচীন, মূঢ়
সে সৈনিক, চিনিল না অমূল্য রতন।

* দুর্লভ জগতে হেন রমণী প্রসূন !
আহা মর্ম্মভেদী বটে এ কাহিনী !

ল। (স্বগত) আশা
হয় শুনিয়া এ কথা। শান্ত হও হৃদি !

র। অকালে শুকা'ল কেন কোমল কুসুম
সৌরভে যাহার দিক হ'ত আমোদিত !

(অরবিন্দের প্রবেশ।)

অ। আশ্চর্য্য সংবাদ, অদ্ভুত ঘটনা অতি।

র। কহ কিবা আশ্চর্য্য সংবাদ; কৌতুহল
বাড়িতেছে মনে।

অ। কহিতে নিষেধ আছে।
তবে এ পর্য্যন্ত কহিবারে পারি, এস
যদি মোর সাথে পাঁচ ক্রোশ পথ, তবে
দেখিতে পাইবে যাহা দেখ নাই শুন
নাই কভু।

র। কিবা উহা কহ বিস্তারিয়া।

অ। রমণী মেনেছে পোষ !

র। বটে ? হেন কথা ?
পাঁচ ক্রোশ কেন, যাইতে প্রস্তুত আছি
পাঁচ শত ক্রোশ। কেবা সে রমণী ?

অ। অন্য
কেহ নহে, নূতন সে রাণী আমাদের।

র। কে সাধিল অসাধ্য সাধন হেন ? বুঝি
মন্ত্রবিদ্ যাদুকর কোন ?

অ। রাজা নিজে।

র। সে কি? বাখানি ক্ষমতা তাঁ'র। কোন্
অস্ত্রবলে?

অ। কথার বলেতে শুধু।

র। কভু
প্রত্যয় না হয়। সম্ভব নিভান অগ্নি
ঘৃতাহুতি দিয়া, সম্ভব ফিরান বায়ু
নিশ্বাসের জোরে, সম্ভব ঢাকিতে গুরু
বজ্রের নিনাদ, করতালি দিয়া, কিন্তু
কথায় নারীর রীতি কখনো সম্ভব
নয় করিতে শোধন।

অ। রমণী বিদ্বেষী
তুমি চিরদিন, তাই কহ হেন কথা।
রাজারে জাননা তুমি, অসীম ক্ষমতা
তাঁ'র।

র। রাণীরে তাঁহার জানি ভালরূপে,
অসীম গরবে ভরা পূর্ণ তাঁ'র হৃদি।
ভাল চল গিয়ে দেখা যা'বে, অসম্ভব
সম্ভব হয়েছে কি না!

অ। এস সাথে তবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ল। অসময়ে অরবিন্দ আসি দিল বাধা।
কতক কোমল তাঁ'র হয়েছিল হৃদি,
একটু আছিল বাকি জানিতে তাঁহার

মনোভাব! ভাল পুনঃ যাবে দেখা। আজ
হ'তে বালকের বেশ ত্যজি, নিজ বেশে
করিব নির্ভর—যা' থাকে অদৃষ্টে মোর
আপনার সহায়তা করে যেই জন,
সহায় হয়েন তা'র আপনি শ্রীহরি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

(দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

১ম। এর মানে কি? রাজার মতলবটা কি?

২য়। কিছুই ত বুঝলেম না, রাজা রাজড়ার খেয়াল আমরা কি বুঝবো বল? রাজা মন্ত্রী মশায়কে চিঠি লিখেছেন যে আপাততঃ খুড়ো মশাই রাজা হবেন, সব লোক যেন তাঁ'কে রাজার মত খাতির করে। আমাদের ওপর যা' আদেশ হ'য়েছে, তাই পালন কত্তে হ'বে।

১ম। তা'ত হবে, কিন্তু এর মানেটা কি জান্‌বার ইচ্ছে হয় না কি? আর খুড়ো মশায় যে রকম আমোদে লোক, লোকজনদের সঙ্গে যে রকম তামাসা করে' এসেছেন, তা'তে তাঁ'কে হঠাৎ রাজা বলে' খাতির করা বড় শক্ত হ'বে।

(নেপথ্যে হাস্যধ্বনি)

২য়। ব্যাপার কি এত হাসির ধুম কেন? হাঃ হাঃ! ঐ যে খুড়ো মশায় রাজা সেজে এই দিকে আস্‌ছেন। তাঁকে দেখে সবাই হাস্‌ছে।

(রাজ-বেশে মাধব খুড়োর ও হাসি চাপিতে চাপিতে অনুচর বর্গের প্রবেশ।)

মা। আরে ম'ল যা—তোরা হাসিস্ কেন? কেন আমায় কি মন্দ মানিয়েছে? একদিনে চাল চলন কেমন দোরস্ত করিছি, যেন বাহান্ন পুরুষ বংশানুক্রমে রাজত্ব করে আস্‌ছি। হাতে চক্র চিহ্ন দেখে আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে আমি রাজা হ'ব, তবে বিধির কেমন ভুল হ'য়েছিল, নিজে আমার অদৃষ্টে যা' লিখেছিলেন তা' এতদিন পড়তে পারেন নি। এখনও তোরা হাস্‌চিস্? দ্যাখ্ এখন আমি রাজা হয়েছি, জানিস্ তোদের ফাঁসি দিতে পারি? ফের যদি হাসিস্ ত গর্দ্দান নোব জানিস্? এখন ত গর্দ্দান নোবই, তা'র পর রাজা এলে তাঁ'কে বলে ফের তোদের শূলে চড়াব, কোন কথাই শুনব না, হাজার কান্নাকাটি করলেও না।

১ম অনু। আজ্ঞে এখন যদি গর্দ্দান নেন তখন কান্নাকাটি ক'রবো কি করে?

মা। তোদের বিশ্বাস নেই, তোদের কাটামুণ্ড কথা কয়।

২য় অনু। খুড়ো মশায়, খুড়ি, মহারাজ—

মা। খবরদার আমায় খুড়ো মশায় বলে ডাকিস্ নি, খুব

হুঁসিয়ার যেন সভার মাঝে খুড়ো মশায় বলে' ডেকে জিব্ কেটে বলিস্ নি "খুড়ি ভুল হয়েছে।"

৩য় অনু। আজ্ঞে, অমন ভুলই বা হ'বে কেন, ক্রমে অভ্যেস হ'য়ে যাবে। কিন্তু রাজার মতলব কি বল্‌তে পারেন, খুড়ো মশায় ?

মা। ফের খুড়ো মশায় ?

৩য় অনু। আজ্ঞে ভুল হ'য়ে গেছে, ক্রমে অভ্যেস হয়ে যা'বে।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। খুড়ো মশায়, না, না, মহারাজ, বাইরে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমরা এত ক'রে বল্লুম দেখা হ'বে না, সে কিছুতেই শুন্‌বে না, বলে মহারাজের সঙ্গে দেখা না ক'রে সে এখান থেকে যাবে না।

মা। কে সে স্ত্রীলোক ? যুবতী ?

ভৃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মা। সুন্দরী ?

ভৃ। আজ্ঞে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

মা। আচ্ছা যা', তা'কে আস্‌তে বল্। (অনুচরবর্গের প্রতি) তোমরা এখন যাও, যা' যা' করতে হ'বে পরে বল্‌বো।

(সকলের প্রস্থান।)

তাইত যুবতী এবং সুন্দরী, এর নালিশ আমি নিজে শুন্‌বো। বুড়ী কিম্বা কুৎসিৎ মাগীদের নালিস শোনবার ভার কর্ম্মচারীদের ওপর দেওয়া যা'বে। তা'রা যে বকায়! এখন আমায় গম্ভীর হ'তে হচ্ছে ;

আমায় দেখেই যেন সে ভয় পায়। তা'র পর ক্রমে তা'কে সান্ত্বনা করা যা'বে। কুকুর আর মেয়ে মানুষকে গোড়া থেকে নাই দিতে নাই। ঐ আস্‌ছে, বাঃ সুন্দরী বটে!

(যমুনার প্রবেশ।)

য। মহারাজ, একটা বিচারের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

মা। ভাল, তাই হ'বে। কিসের বিচার? নালিশ কা'র বিপক্ষে।

য। আমার স্বামীর বিপক্ষে।

মা। আমি এখনি তা'কে ফাঁসি দিচ্চি। তা'র দোষটা কি?

য। সে আমায় ঠকিয়েছে।

মা। তা' ত স্বামী স্ত্রীকে অমন প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। খুব কম স্বামী আছে যা'রা স্ত্রীর ঠিক্ মন যোগাতে পারে।

য। মহারাজ, সে আপনার অপমান করেছে।

মা। বটে, আমার অপমান? তবে ত এখনি তা'র মাথা নিয়ে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তবে অন্য কায। আচ্ছা আমার অপমান কি রকম করেছে বল দেখি?

য। সে একজন গরীব লোক হ'য়ে আপনার নাম নিয়ে, নিজেকে মহারাজ বলে' পরিচয় দেয়।

(সুধীন্দ্রের প্রবেশ।)

এই যে, তুমি এখানে? মহারাজ ঐ আমার স্বামী।

মা। বটে? (স্বগত) রোশ, এইবার একচাল চাল্‌তে হ'বে। (প্রকাশ্যে) কে হে তুমি বিনা হুকুমে এখানে এস?

জান কা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছ ? মনে কল্লে এখনি তোমার গর্দ্দান নিতে পারি ?

সু। (স্বগত) সাবাস্‌ মাধব, তোমার অভিনয় সুন্দর হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, ক্ষমা করুন, আমার স্ত্রী পাছে আমার নামে আপনার কাছে কোন মিথ্যা নালিশ করে সেই ভয়ে আমি হুকুমের অপেক্ষা না করেই আপনার কাছে এসেছি।

য। আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই।

মা। (রাজার প্রতি) তুমি কায ভাল কর নি। (যমুনার প্রতি) বলে যাও তোমার কি বল্‌বার আছে।

য। ও নিজেকে মহারাজ বলে' পরিচয় দিয়ে আমার পিতার ও আমার সম্মতি লাভ ক'রে আমায় বিবাহ করেছে। আমাকে রাজপ্রাসাদ ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখিয়ে এখন এক সামান্য কুটীরে আমায় রেখেছে, দাস দাসী আমার সেবা করা দূরে থাকুক, আমাকেই এখন দাসীবৃত্তি কর্‌তে হয়।

মা। ঠকান ও জুয়াচুরি করা হ'য়েছে বটে। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য অপহরণ করা হ'য়েছে।

সু। মহারাজ, বিনা অনুমতিতে কেন, উহার ও উহার পিতার উভয়েরই ত মত ছিল ?

মা। আচ্ছা, আচ্ছা, তা'র বিচার পরে হ'বে। তোমার চেয়ে আমার বিচারশক্তি কিছু কম কি ? তোমার আর কিছু বলবার থাকে বল।

সু। মহারাজ, আমার অধিক বল্‌বার কিছু নেই। আমি

উক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলুম বটে, কিন্তু এ রমণীর অভিযোগ করবার কিছু নেই।

য। সে কি, এমন প্রতারিত হ'য়ে অভিযোগ করবার কিছু নেই?

মা। ওঃ আস্তে বল, বিচারক কানা হ'তে পারে, কালা নয়। কি অভিযুক্ত বল, তুমি কি চাও?

য। আমি অমন স্বামীর সঙ্গে কুটীরে বাস করতে চাই না। আমার পিতার কাছে যেতে অনুমতি দিন।

মা। তা' যেন হ'ল, তোমার স্বামীর কি শাস্তি হ'বে জান? পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ, সে তোমায় ভুলিয়ে বিবাহ করে' পরস্ত্রী হরণ করেছে, অতএব তা'র শাস্তি ফাঁসি।

সু। (স্বগত) মাধবের কি বিচার শক্তি।

য। ফাঁসি দিতে আমি বলি না, আমি শুধু পিতৃগৃহে থাকতে চাই।

মা। তা' হ'বে না, অপরাধীর শাস্তি আবিশ্যক, তোমার স্বামী অপরাধ করেছে, তা'র শাস্তি ফাঁসি। আর তুমি স্বামীতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে তা'র নামে নালিশ করাতে ঘোর অপরাধ করেছ, তা'র শাস্তি তোমার বৈধব্য।

সু। মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন, অন্ততঃ একমাস সময় দিন, এর মধ্যে যদি আমার স্ত্রী আমার একান্ত অনুগত না হয়, আমি যা' বল্‌বো তা' যদি না করে, তখন আমায় ফাঁসি দেবেন।

য। আমি তোমার অনুগতা হ'ব?

মা। ভাল তা' যদি হয় তা' হ'লে তোমায় মাপ করবো। কিন্তু তুমি যে রকম নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক তোমায় কখনও মাপ করবো না, তোমায় বৈধব্য যন্ত্রণা সইতেই হ'বে।

সু। (স্বগত) মাধব তোমার মত দুই চারি জন বিচারক থাক্‌লেই সর্ব্বনাশ! আমি বেচে থাক্‌বো অথচ আমার স্ত্রী বৈধব্য যন্ত্রণা সইবে!

মা। কেমন বুঝলে ত? এখন যাও, একমাস সময় দিলুম, এর মধ্যে সব মিটমাট ক'রে, ফেল ত ভালই, নয়ত শাস্তির কথা যেন মনে থাকে।

সু। মহারাজ, এক্ষণে তবে বিদায়। (যমুনার হস্ত ধরিয়া) এখন ঘরে ফিরে চল, অনর্থক কেন এ কেলেঙ্কারি ক'রে আমার মাথা হেঁট করালে? কুলবধূ হ'য়ে রাজার সাম্‌নে এসে স্বামীর নামে নালিশ ক'রতে একটু অপমান বোধ হ'ল না কি?

(উভয়ের প্রস্থান।)

মা। এই ত রাজার অভিনয়টা কেমন সুন্দর করলুম, কই, কেউ ধরতে পারলে কি? ধরবার যো কি? বরাবরই জানি আমার চালচলন ঠিক্ আসল রাজার মত। তবে বিধির ভুলের জন্য কেবল আমার এই দশা বই ত নয়। চেহারা বল, বুদ্ধি বল, সবই ত রাজার মত। আর বুদ্ধি থাক আর নাই থাক, মাথায় এই রাজমুকুট থাক্‌লে বোকারও কেউ বুদ্ধির দোষ দিতে পারে না। পোষাক আর পদের ধন্য মহিমা।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাণিকের গৃহ।

(মাণিক, রণেন্দ্র, অরবিন্দ।)

মা। আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনাদের দর্শন পেলুম। আপনারা আসাতে আমার গৃহ পবিত্র হ'য়েছে। তা' মহাশয়েরা অধমের কুটীরে কি মনে করে?

র। আজ আমরা তোমার দ্বারে অতিথি।

মা। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার ক্ষমতা কি যে আপনাদের সেবা নিতে পারি। এটা আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ।

অ। শুধু তা' নয়—তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে—রাজাকে যে কুটীর খানি ঠিক্ করে' দিয়েছিলে তা' রাজা মহাশয় এখন সেখান থেকে গেলেন কোথা?

মা। আপনি কি করে' জান্‌লেন?

অ। তিনি যখন তোমাকে চিঠি পাঠান তখন থেকেই আমি সব জানি। আমার কাছে আর লুকোচুরি কেন?

মা। না, না, সে কথা বল্‌চিনি—আমার জিজ্ঞাস্য যে আপনারা কি রাজা মহাশয়ের কুটীর থেকে এখন ফিরে আস্‌চেন?

র। তবে আর তোমার এখানে আসবার দরকার কি?

রাজা মহাশয় কুটীরে নাই বলেই ত তোমার এখানে দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্তটা করতে এসেছি!

অ। সে ত হবেই—বিশেষতঃ মাণিক আমাদের ঘরের লোকের মত দেখে। আমাদের কাযে মাণিকের প্রাণপণ যত্ন। সাধে কি মাণিক মহারাজের এত বিশ্বাসের পাত্র।

মা। যা' বলেন মহাশয়েরা আপনাদের গুণে বলেন।

অ। এখন রাজা মহাশয়ের ব্যাপারটা কি বল দেখি?

মা। আমি ত রাজা মহাশয়ের মনের গতি কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে তিনি যখন যা' বলেন, তখনই সেই রকম কায করি। কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সাহসও হয় না।

র। তা' বেশ—এখন আমাদের উদর শান্তির ব্যবস্থাটা করে' ফেল দেখি।

অ। তুমি যে বড় ব্যস্ত দেখতে পাই, আগে যা'র জন্যে এলুম সেই সংবাদটা জান। (মাণিকের প্রতি) তা' এখন রাজা কোথায়?

মা। তিনি বিবাহ করে' এসে ঐ কুটীরেতে সামান্য গৃহস্থের মত বাস করে ছিলেন আমাদের যিনি রাণী হয়েচেন তাঁকে দিয়ে ঘরের সমস্ত কায কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেলেন। প্রথম প্রথম রাণী বড়ই বিরক্ত হ'তেন। তা'র পর একরকম গুছিয়ে কায কর্ম্ম করছিলেন—হঠাৎ আজ কোথায় চলে গিয়েছেন। তাই দেখে রাজাও তাঁ'র সন্ধানে গিয়েছেন।

র। এর বেশী আর কিছু নয় ত—এখন তবে তুমি—

মা। আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিগে।

(মাণিকের প্রস্থান)

অ। তাইত !

র। তাইত ? সে কি ? রমণী মেনেছে
পোষ ! গোড়াতেই বলে ছিনু অসম্ভব
কথা—এবে শিক্ষা কর রমণী কখন
মানে না মানে না পোষ। সাধে কি বিদ্বেষ
মোর রমণীর প্রতি ?

অ। থাম বন্ধু থাম ;
অচিরে এ দুঃস্বপন টুটিবে তোমার।

র। বলিহারি যাই সখা তোমার কথায় !
প্রত্যক্ষ হেরিলে যাহা তাহাতে প্রত্যয়
যদি নাহি কর, তবে তা'র চেয়ে বল
আর কি প্রমাণ আছে ? তুমিও হইলে
অন্ধ রাজার মতন শেষে নারী-প্রেমে।

অ। রমণীর ভালবাসা কি বুঝিবে তুমি ?
আজন্ম পোষিত তব রমণীবিদ্বেষ
অন্ধকার করিয়াছে হৃদয় তোমার।
একবার নারীপ্রেম রশ্মি ভাগ্যবলে,
পশিলে তোমার চির আঁধার হৃদয়ে,
বুঝিতে পারিবে তবে কত সুমধুর
রমণীর প্রেম—ত্রিদিবের সঞ্জীবনী
সুধামাখা কত। তখন বুঝিবে

তুমি সেই শুভ যোগে অন্ধত্ব তোমার।
আমাদের প্রতি তব বৃথা তিরস্কার
ঘুচিবে তখন।

র। ভাল সখা তাই হ'বে
না হয় তখন অনুতাপ করা যা'বে
প্রত্যক্ষ এ সত্যটাকে মিথ্যা মনে করে' ;
জীবনের সেই ভাবী অসম্ভব দিনে
না হয় তোমারে নারীপ্রেমাচার্য্য মানি
অর্ঘ ভার দিব আনি চরণে তোমার
ভক্তি গদগদ হৃদে। কিন্তু কহ দেখি
কৌতূহল মিটাতে আমার ঘুরালে যে
এত পথ, সেকি নহে পণ্ডশ্রম শুধু ?

অ। সেনাপতি হয়ে তুমি কেমনে কহিবে
হেন কথা ? পাঁচ ক্রোশ পথ এসে
হয়েছ কি এত পরিশ্রান্ত ? ভুলিলে কি
পদের মর্য্যাদা ?

র। যতই বল না কেন
ভুলি নাই ভুলি নাই দেখাতে এনেছ
তুমি—রমণী মেনেছে পোষ—আবার সে
যে সে নারী নহে আমাদের রাজরাণী,
অঞ্চল আশ্রয় যাঁ'র লভিবার তরে
লালায়িত হয়ে রাজা ফিরিছেন সদা
পিছে পিছে—যে সে নারী নহেক সেজন
সবে জানে ভালরূপ তাঁ'র পরিচয়

অসীম গরবভরা যমুনা হৃদয়!
জেনে শুনে কেমনে যে হেন নারী-প্রেমে
দিলা আত্মবলি রাজা দিয়ে জলাঞ্জলি
রাজ্য সুখে বুঝিতে না পারি।

অ।　　　　　　　　এই অন্ধ
বিশ্বাস তোমার ঘুচিবার দিন ছিল
আজ ; কিন্তু সে সুকৃতি তব দেখিতেছি
রহিয়াছে দূরে। দূরদর্শী আমাদের
রাজা, জেনে শুনে গর্ব্বভরা যমুনার
হৃদিরাজ্য খানি ধীরে ধীরে অধিকার
করিয়া কৌশলে, মধুর শাসন গুণে
আনিছে আপন বশে। তুমি সেনাপতি
জান শুধু সমর কৌশল—কৃপাণের
বলে উদ্ধত প্রকৃতি জনে বিনাশিতে
পার অবিলম্বে। কিন্তু জাননা কেমনে
প্রীতির শাসনে হয় উদ্ধত প্রকৃতি
বিনয়ীতে পরিণত।

র।　　　　　　　　থাক আর কায
নাই উপদেশ দানে। নারী শাস্ত্রবিদ্
তুমি সুপণ্ডিত অতি বুঝিতেছি বেশ!
কিন্তু মুখের কথায় শুধু কি হইবে বল?
কাযে যদি দেখাইতে হইত সার্থক
এই উপদেশ বাণী। স্পষ্ট দেখিতেছি
পাগল হ'য়েছ তুমি রাজার মতন—

তুচ্ছ নারী প্রেমে। সাধে কি রমণী হ'তে
দূরে থাকি আমি? ঘোর মায়াবিনী তা'রা,
একবার তাহাদের কুহকে পড়িলে
চিরদাস হতে হয় জনমের মত।

অ। পরিচয় দিলে ভাল তব বীরত্বের!
অবলা নারীর ভয়ে দূরে থাক তুমি?
রমণী বিদ্বেষ তব শুধু তবে ভাণ!
রমণীর ভয়ে তুমি জড়সড় অতি।
হৃদয় বিহীন তুমি—হৃদয় না দিয়ে
কেমনে বুঝিবে নারী-হৃদি-প্রেম-সুধা।

র। ছেড়ে দাও প্রলাপ বচন; আসিতেছে
আমাদের অনুগত প্রবীণ সুহৃদ্।

(মাণিকের পুনঃপ্রবেশ।)

মা। মহাশয়েরা তবে গাত্রোত্থান করুন, সমস্তই প্রস্তুত।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর।

(সুধীন্দ্র কর্ত্তৃক পলায়নোদ্যতা যমুনাকে ধরিয়া আনয়ন।)

সু। ছিছি প্রিয়ে, কেন চাও পলাইতে মোর
কাছ থেকে? অযত্নে কি রেখেছি তোমায়?

বুক ভরা ভালবাসা নাহি কিগো পাও ?
পতির সোহাগে সতী ভাগ্যবতী ভাবে
আপনারে, কেন তবে কর অবহেলা
অকৃত্রিম অপার সে সোহাগ স্বামীর ?
অন্ততঃ মাসেক কাল স্বামী বলি' মেনো
মোরে, তাঁর পর সাধিব না আর।

য। স্বামী ?
কারে কহে স্বামী ?

সু। আছে বহু নারী যা'রা
মদগর্ব্বে স্বামীরে কিঙ্কর করে জ্ঞান,
প্রকৃত কিঙ্কর স্বামী আছেও অনেক—

য। সন্দেহ কি তায় !

সু। কিন্তু সাধ্বী সতী গৃহ-
লক্ষ্মী যা'রা, পতিরে দেবতা বলি' করে
তা'রা জ্ঞান। আরো জেনো, যেমতি অনেক
আছে স্ত্রৈণ কাপুরুষ, আছে পুনঃ হেন
পতি বহু, যা'রা চামুণ্ডারূপিণী ভীমা
মুখরা নারীর ভয়ে কিছুমাত্র নহে
বিকম্পিত। অথবা সে অঙ্গনার
খঞ্জন নয়নে হেরি' কটাক্ষ মধুর
আত্মহারা নাহি হয় কভু। সুকোমল
সুধার আধার সেই অধর পল্লব
দুটী প্রাণোন্মাদী যাহা, তাহারো চুম্বনে
যা'রা না হয় উন্মাদ, নাহি ভোলে নিজ

প্রতিজ্ঞা অটল, অচিরে হেরিবে জেন
এ হেন পুরুষ।

ম। কোথা ? স্বপনে নিশ্চয়।

সু। চাহ মোর প্রতি টুটিবে স্বপন তব।
চল এবে গৃহে।

ম। আবদ্ধ না রব গৃহে।

সু। কি বলিলে ? রহিবে না ? জেন ইহা তব
ইচ্ছা কিম্বা অনুগ্রহ নহে। আমার সে
ইচ্ছা, আমার আদেশ। আমি হেথা প্রভু,
অবশ্য পালিতে হ'বে আদেশ আমার।

ম। ভাল তবে করিতেছি মিনতি তোমায়
রাখিও না অবরুদ্ধ করি', মোরে আর।

সু। বিশ্বাস তোমায় কিবা ? যাও যদি পুনঃ ?

ম। সত্য বটে বিশ্বাসের পাত্র নহি আমি।
কিন্তু করিনু শপথ, পলা'ব না আর
স্বাধীনতা দাও যদি মোরে। অনুগতা
হইয়ে তোমার পালিব আদেশ সদা।

সু। ভাল তবে অবরুদ্ধ রাখিব না আর।
কিন্তু জেন স্থির, পুনঃ যদি বৃথা চেষ্টা
কর পলা'বার, অন্তরে বন্দিনী আছ,
বাহিরেও চিরদিন রহিবে বন্দিনী।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপবন।

(স্ত্রীলোকের বেশে ললিত।।)

ল। হে অনঙ্গ অবলার হও গো সহায়!
নির্ব্বিকার মহাযোগী দেব মহেশ্বর
তব ফুলশরে হ'লেন অস্থির, সাধ্য
কিবা ছার মানবের বিচলিত নাহি
হয় তোমার প্রভাবে? রণেন্দ্র আমার
যেন তব ফুলবাণে হয় পরাজিত।
হৃদয় বল্লভ মোর ওই বুঝি আসিছেন
এই দিকে। করিগে নিদ্রার ভাণ ওই
বৃক্ষতলে, তাহে অবশ্য নয়ন পথে
পড়িব তাহার। কৌতূহল পারি যদি
হৃদে উপজিতে তা'র, তা'র পর যাহা
কিছু ঘটিবে আপনি।

(বৃক্ষতলে বিশ্রাম।)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ।)

র। ললিত ? ললিত ?
কোথা গেল সে বালক খুঁজিয়া না পাই ?
নহে সে ত অবিশ্বাসী, মোর কাছ থেকে
কভু না পালাবে সে ত ? নিশ্চয় বিপদ
কোন হয়েছে তাহার হেন মনে লয়।
ওকি ওকি, চাঁদের কিরণে আহা ! ওকি
বৃক্ষতলে হেরি ? রমণী-মূরতি বলি'
হইতেছে জ্ঞান। কায নাই হেথা থাকি ;
একেত নির্জ্জন স্থান, একাকী রমণী
তাহে। হেথা থাকা নহেক বিধেয়। কিন্তু
করিতেছি পলায়ন আপন বিপদ-
ভয়ে, হয় ত বিপদে কোন পড়িয়াছে
অবলা রমণী ওই। উচিত সাহায্য
করা বিপন্ন জনের। মরি মরি কিবা
অপরূপ রূপ ! নিদ্রিতা ললনা আহা,
উপবন করিয়াছে আলো—অনুপম
মাধুরী ছটায়। নারী অঙ্গ স্পর্শ কভু
করিব না বলি' ছিল যে প্রতিজ্ঞা মম।
কিন্তু হায় ! চির জন্মার্জ্জিত ধন যথা
নিমেষে নিঃশেষ হয়, সেইরূপ মম
আজন্ম পোষিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অটল,
টুটে বুঝি আজি ফুটন্ত কুসুম সম
ঘুমন্ত নারীর এই অনন্ত মাধুরী

হেরি। কায নাই জাগাইয়ে প্রাণভরি'
করি নিরীক্ষণ! কি আশ্চর্য্য! নিমেষের
দেখা, তবু মনে হয় চিরপরিচিত
যেন। জন্মান্তর সুখস্বপ্ন স্মৃতি যেন
জাগিছে অন্তরে আজি।

ল। (নিদ্রাভঙ্গে বস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া)

কে তুমি ত্বরায়
কহ? নির্জ্জনে নারীর সনে আলাপন
তরে বুঝি এসেছ হেথায়?

র। সুলোচনে
ক্ষম অপরাধ, সহসা হইল দেখা
তব সনে হেথা। তব সনে আলাপন
ছিল না মানস। আমা' হ'তে কিছুমাত্র
নাহি ভয় তব। তোমারে বিপন্না ভাবি'
সাহায্যের তরে শুধু আইনু তোমার
পাশে। কিন্তু বিপদে পড়িনু নিজে—

ল। কিবা
সে বিপদ তব?

র। বিষম বিপদ, প্রাণ
লয়ে টানাটানি।

ল। কেন কেন দংশেছে কি
কাল ভুজঙ্গিনী?

র। বিষম দংশন, বিষে
তনু জর জর।

ল। আহা মোর তরে তব
এ বিপদ! দেখি কোথা দংশেছে ফণিনী?
র। দংশেছে ফণিনী হৃদে ঘুরিছে মস্তক!
ল। কিরূপে দংশিল হৃদে হ'তেছে বিস্ময়!
র। বিস্ময় তোমার বটে সংশয় আমার
প্রাণ।
ল। বল কিসে বাঁচে প্রাণ? ওঝা কোন
আনিব কি ডেকে? রহ তবে ক্ষণকাল
হেথা, আনিতেছি ত্বরা।
র। না না যেওনাক'
হেথা হ'তে, অন্য ওঝা নাহি প্রয়োজন
তুমি মোর একমাত্র ওঝা এবে।
ল। সে কি?
কিছুই বুঝিতে নারি, কহ বিস্তারিয়া।
র। এতেও বুঝিতে বাকি? স্থূল বুদ্ধি অতি
নারীদের।
ল। (স্বগত) তাত বটে! এতদিনে কই
তুমি চিনিলে না মোরে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি হ'ল
তব স্থূল বুদ্ধি মোর! বুঝিতে কি বাকি
আছে নাথ, করিতেছি পরীক্ষা তোমার।
(প্রকাশ্যে) অবলা রমণী মোরা, বুদ্ধি কোথা
পা'ব পুরুষের মত? মোরা জানি যত্ন
সেবা, ভক্তি, ভালবাসা। কিবা প্রয়োজন
বুদ্ধিতে মোদের?

র। যত্ন, সেবা, ভক্তি জ্ঞান
ভালবাসা নাহি জান কিছু।
ল। সুখে, দুঃখে
সম্পদে বিপদে, কে ভাল বাসিতে পারে
আমাদের মত? পুরুষের ভালবাসা?
সেত শুধু দুদিনের নেশা,—যৌবনের
মোহ? চিরস্থায়ী নহে কভু উহা। কিন্তু
রমণীর ভালবাসা অপার অনন্ত
উহা জীবন সর্ব্বস্ব।
র। পুরুষ কি নাহি
জানে প্রাণভরা ভালবাসা আজীবন
তরে?
ল। বিশ্বাস নাহিক হয়।
র। কি বলিব
দেখাবার হ'ত যদি দেখাতাম কত
ভালবাসি—
ল। শত শত রমণীরে।
র। একজনে শুধু, মরিব নিশ্চয় যদি
নাহি পাই তারে।
ল। ভাগ্যবতী বটে সেই
নারী। তবে এখনো কি পাও নাই তারে?
র। পাইয়াছি, কিন্তু যায় যদি ছাড়ি মোরে
পুনঃ?
ল। বাঁধিয়া রাখিও তা'রে সুদৃঢ় সে
প্রেমের শিকলে।

র। এই তবে বাঁধিলাম।

(ভুজপাশে বন্ধন।)

ল। ছাড় ছাড়, এ কি ? আমারে বাঁধিছ কেন ?
ছিছি সরমে মরিয়া যাই, উচিত কি
এই তব ? ছাড় শীঘ্র মোরে। ওই দেখ
কে আসে হেথায়।

(ছাড়িয়া দেওন ও ললিতার বেগে প্রস্থান।)

র। পলাইল ত্যজি মোরে
কাড়িয়া পরাণ। কোথা যাই এবে ? কোথা
গেলে পাইব সন্ধান তার ! মনচোরে
কেমনে পাইব পুনরায় ? হায় বিধি,
দিয়া নিধি কাড়িয়া লইলে কেন তায় ?

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

লহরী ও সখী।

গীত।

ল।

সঁপেছি হৃদয় তাহারি করে :
যা' থাকে ললাটে ঘটিবে পরে।
শঠ, কি সরল, জেনে কিবা ফল,
সে যে বাসে ভাল পরাণ ভ'রে।
সাগর উরসে, যে লহরী মেশে,
পুনঃ গতি কিসে ফিরাতে পারে।

স। করুণ সঙ্গীত কেন তরুণ হৃদয়ে,
প্রভাতে মলিন কেন নয়ন নলিন্
জলদ কালিমা কেন শারদ গগনে
ভাবনার ছায়া কেন ভাসিছে মরমে
কেন এত দীর্ঘশ্বাস কিসের এ জ্বালা
কা'র তরে সখি, এত হয়েছ উতলা,
কে হরেছে হৃদয় তোমার ?

ল। হৃদয়ের
কথা, তোমা ছাড়া সখি, কেবা জানে আর ?
অন্তরের যত কথা কহিয়া তোমার
কাছে, লঘু হয় মম হৃদয়ের ভার।
মধুর বচনে তব বিধুর পরাণ
মোর জুড়ায় নিমেষে।

স। অরবিন্দ বুঝি
আসেনি দু'দিন তাই বদন মলিন
তব হেরি বিধুমুখি!

ল। না না প্রিয়সখি,
শুননি কি পিতার আদেশ ?

স। কই শুনি
নাই কিছু ; স্নেহবান পিতা যে তোমার
তাঁহার আদেশ অবশ্য হইবে তব
মঙ্গলের তরে।

ল। জানিতে যদ্যপি সখি

কহিতে তা' হ'লে অনুরূপ ; নহে শুভ
সে আদেশ অভাগিনী তরে।

স। কি আদেশ
সুলোচনে, শুনিবারে হৃদয় আমার
বড় হ'তেছে আকুল। বেদনার ভার
আমার হৃদয়ে দিয়ে করগো লাঘব।

ল। কি আর কহিব সখি, হয় ত জ্বলিব
এ চির জীবন শুধু মরম জ্বালায় ;
হৃদয় পরাণ মন করেছি অর্পণ,
যাঁ'র করতলে, চির জনমের তরে,
নাহি ঘটে পরিণয় যদি তাঁ'র সনে
কি ফল জীবনে তবে ?

স। হেন অমঙ্গল
কথা কেন আন মুখে অয়ি বরাননে,
তোমারে বেঁধেছে বুকে অরবিন্দ সুখে,
শুনেছি তোমারি মুখে, জনমেরি তরে।
পিতাও সম্মত তব অর্পিতে তাঁহার
করে তোমা হেন দুহিতা রতনে। তবে
কেন ভাব অকারণ ? কেন গো বিষণ্ণ
কর প্রসন্ন আনন ?

ল। গিয়াছেন পিতা
মম দিদির সংবাদ আজ জানিবার
তরে। শুনেছে ত, রাজা বলি' পরিচয়
দিয়ে সুধীন্দ্র ছলনা করি' করিয়াছে

পরিণয় দিদির সহিত। সামান্য সে
গৃহী, দীন কুটীর নিবাসী। অদৃষ্টের
ফেরে মহিষী হইতে গিয়ে দিদি আজি
দাসী। পিতারে সম্ভাষি' কিন্তু বলিয়াছে
প্রাণেশ আমার 'মিথ্যা এ সকল কথা
প্রগাঢ় রহস্য ইথে রয়েছে নিহিত।'
পিতা তাঁরে শঠ ভ্রাতা ভাবি' অবিশ্বাস
করেছে সে বাণী। তাই সখি সমর্পিতে
অরবিন্দ করে মোরে পিতার সম্মতি
নাই আর।

স। মিছে আর ভেবনা সজনী,
ললাট লিখন যাহা ঘটিবে আপনি।
যা' বলেছে অরবিন্দ সত্য হ'তে পারে
আছে কোন রহস্য ইহাতে। নহে শঠ
সে কখন।

ল। আমি জানি হৃদয় তাহার,
শঠ যদি, বুকভরা ভালবাসা কেন ?
নয়নে ভাসিছে কেন প্রীতি পারাবার ?
সরল হৃদয় তা'র বিমল প্রকৃতি
অথচ কৌতুক ভরা।

স। তাইত পড়িলে
ধরা তুমি প্রিয়সখি বাহুপাশে তা'র
সুখে মাথা রাখিয়া হৃদয়ে।

ল। সে সুখের

দিন মনে হ'লে সখি, চোকে আসে জল—
দুরু দুরু করে হিয়া। ভেবেছিনু মোরে
চির ভাগ্যবতী আমি সে ক্ষণ-মিলনে।
হায় সখি, উদিবে কি অভাগিনী ভালে
পুনঃ সে সুখের দিন? পতির সোহাগে
র'ব কি তেমতি বাঁধা প্রেমের বাঁধনে?
অরবিন্দ, অরবিন্দ, প্রাণেশ আমার।

স। কেন সখি ফেলিতেছ বৃথা আঁখিজল?
আসেনি কি তদবধি অরবিন্দ হেথা?
হয়নি কি দেখা তব সনে?

ল। দেখিয়াছি
স্বপ্নে তা'রে আজি নিশা শেষে।

স। কোথা সখি?

ল। অমর আলয়ে বুঝি! সুখের স্বপন
আহা, ক্ষীণাভাস তা'র ভাসিতেছে প্রাণে
শুধু—ভাসে যথা সুধাময় সঙ্গীতের
হ'লে অবসান তাহার মধুর তান
হইয়ে আকুল।

স। নাহি কি স্মরণে তবে
সে সুখ স্বপন?

ল। জাগে, জাগে, জাগেনা যে
স্মৃতি পথে আর, তাহার মধুর ছবি
চির শোভাময়ী। সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতি মাখা
অস্ফুট চেতনা শুধু রয়েছে মুদ্রিত
হৃদে বুঝি চিরতরে।

স।　　　　ভাল সুভাষিণি,

মনে যাহা আছে তব স্বপন-কাহিনী,

শুনাইয়ে কর মোর শীতল পরাণ

সুধাময় বচনে তোমার।

ল।　　　　তিন বোন

মোরা সখি, বড় মন্দ অদৃষ্ট মোদের;

শুনিলে ত দিদির কাহিনী—দাসী এবে

চির গরবিণী। অভাগিনী ললিতা সে

পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে নিরুদ্দেশ

হ'ল যে কোথায়। আর আমি ভাসিতেছি

সদা আঁখি নীরে; না জানি কি ঘটিবে যে

অদৃষ্টের ফেরে; অন্তর্যামী বিনা হায়

কে বলিতে পারে?

স।　　　　দুঃখের পরেতে সুখ

জানিও নিশ্চয়।

ল।　　　　কিন্তু সখি অপূর্ব্ব সে

স্বপন-কাহিনী—সকলি বিচিত্র তা'র।

অমর আলয়ে যেন রয়েছি দাঁড়ায়ে

প্রফুল্ল হৃদয়ে পিতা সঁপিছেন মোরে

অরবিন্দ করে; দর দর আনন্দাশ্রু

বিগলিত উরসে তাঁহার। দিদিকেও

হেরিনু অদূরে যেন দেবীরূপে—নহে

সে মানবী আর। ছায়াসম ললিতায়

হেরিলাম দূরে—চির ভাগ্যবতী আহা!

ভাগ্যবান প্রণয়ীর বাঁধা বাহুপাশে।
দেখিতে দেখিতে যেন গেল মিলাইয়া।
ভাঙ্গিল স্বপন হায়, হেরিনু আঁধার!
হায় সখি, পাবনা কি এ জগতে তবে
প্রাণেশে আমার?

স। কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়
সখি, বিধাতার বরে স্বপনের তব
শুভফল ফলিবে অচিরে। মুছ আঁখি
অঞ্চলে আমার—চল যাই উপবনে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

শয়ন কক্ষ।

রণেন্দ্র।

র। (স্বগত) হায় অরবিন্দ তুমি ঠিক্ বলে ছিলে,
হৃদয় বিহীন আমি—হৃদয় না দিলে,
রমণীর প্রেম স্বর্গ সুধা নিরুপম
লভিতে কি পারে কভু পুরুষ নির্ম্মম?
এই যে, এই যে, মম হৃদয় ঈশ্বরী
নয়ন মুদিয়ে শুধু হৃদয়ে নেহারি,
ত্রিদিব লাবণ্য কিবা মাধুরী অপার,
মূর্ত্তিমতী হয়ে এস চির সাধনার

অয়ি প্রেমময়ী তুমি! কেন গেলে চলি'
একবার ধরা দিয়ে এ হৃদয় ছলি'।
না, না, না, না, দেবী তুমি তোমাতে ছলনা,
কখন সম্ভব নহে। উঃ কি যাতনা,
ঘুরিতেছে ধরা, শূন্য শূন্য চারিধার,
আঁখি মেলি হেরিতেছি শুধু অন্ধকার।
ললিত, ললিত, তুমি প্রভুগত প্রাণ,
আজ মনে পড়ে তব সে করুণ গান—
নারী হৃদয়ের গুপ্ত বেদনা বিধুর
সৈনিক হৃদয়হীন—উঃ কি নিষ্ঠুর।
এমন জ্যোৎস্নাময়ী সুগভীর রাত্রি,
এস পুনঃ প্রিয়তমে, হৃদয়ের ভাতি।
গিয়েছে সন্ধানে তব ললিত আমার,
এখনো সে ফিরিল না। ও কে? ছায়া কা'র?
ললিত, ললিত—

(ললিতার প্রবেশ।)

ল। প্রভু আসিয়াছি ফিরি,

র। কই কই কোথা মোর হৃদয় ঈশ্বরী
পেলে কি সন্ধান তা'র?

ল। পেয়েছি সন্ধান।

র। শীঘ্র বল, শীঘ্র বল ব্যাকুল পরাণ
হইতেছে মম।

ল। সে কি প্রভু? একেবারে
ভুলিলে রমণী দেব?

র। কি নিষ্ঠুর হা রে,
বিদ্রূপের এ নহে সময় কহ ত্বরা।

ল। (স্বগত) হায় প্রভু হারালে কি চির রঙ্গভরা
প্রকৃতি তোমার?

র। কই আনিলে না তা'রে?

ল। আসিল না—প্রথমে সে কহিল আমারে—
'কে তোমার প্রভু? কই! আমি ত জানিনি।'
আমি কহিলাম তবে সমস্ত কাহিনী
যাহা যাহা বলে ছিলে—নব প্রেম আশে,
উপবনে দেখা শুনা বাঁধা বাহুপাশে
প্রথম নিশার কোলে প্রথম মিলন,
ক্ষণেকের তরে শুধু প্রেম আলিঙ্গন
নিরজন তরুতলে।

র। শুনি এ সকল
কি কহিল বল বল?

ল। দু'টী মুক্তাফল
ঝরিল নয়ন হ'তে—ব্রীড়ানত আঁখি
ইঙ্গিতে বসা'লে মোরে; পরক্ষণে ডাকি'
কহিলা আমারে মৃদু হাসিয়া মধুর,
'প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য, বড়ই চতুর
প্রভু তব অবলা মজা'তে। যাও নিয়ে
এই লিপি—সরে যেও তাঁ'র হাতে দিয়ে।'

র। কই দাও দাও।

(ললিতার পত্র প্রদান—রণেন্দ্রের পত্র পাঠ, সেই অবসরে
বেশ পরিবর্তন করিয়া রণেন্দ্রের পদতলে
ললিতার আত্মপ্রকাশ।)

"প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম,
আমি তব চিরদাসী—এ হৃদয়ে মম
শুধু তব রূপ রাশি করিয়াছে আলো,
তোমারে সতত নাথ আমি বাসি ভাল,
একবার ভুলে যদি দেখার নয়নে,
হেরিবে রয়েছে দাসী তোমারি চরণে।"
এ কি ইন্দ্রজাল!

(পদপ্রান্তে চাহিয়া।)

না না সত্য বটে লিপি,
ললিতা, ললিতা, কেন রাখিয়াছ চাপি,
এ তীব্র পিপাসা বুকে? কি অন্ধ পাষাণ
আমি—প্রেমজ্যোতিঃ দিয়ে দিলে চক্ষু দান
আজিকে আমার তব ললিত পরশে।
ললিতা, ললিতা উঠ—দুরদৃষ্ট বশে,
বুঝিতে পারিনি প্রিয়ে হৃদয় তোমার,
অন্তরের ধন তুমি—মণিময় হার,
বহু সাধনার ফল—শত জনমের
সুখস্মৃতি মাখা ওই স্নিগ্ধ নয়নের
মধুর আলোকে মম হৃদয় উজ্জ্বল!
কেন কেন আঁখি প্রান্তে ওঠে অশ্রুজল?
উঠ চিরানন্দ মোর, মাথা রাখ বুকে,
ক্ষম দোষ অভাগার।

ল। ভাসিতেছি সুখে
বেঁধেছ হৃদয়ে নাথ, সোহাগে আদরে
বীর-পত্নী আজি আমি বিধাতার-বরে
এতদিনে ব্রত মম হ'ল উদ্‌যাপন
তুমি প্রভু, তুমি স্বামী করেছ গ্রহণ,
রমণী বিদ্বেষ ভুলি।

র। করিয়াছ জয়,
ললিতা ললিতা আজি কঠোর হৃদয়,
পাষাণে বহা'লে আজি প্রেম-প্রবাহিণী
বিদ্বেষ-কালিমা ধুয়ে গিয়েছে আপনি।
মুকুরের পিছনেতে ছিনু এত দিন,
আজি তুমি করে' দিয়ে তা'র সম্মুখীন
দেখালে প্রকৃত ছবি মরি কি উদার
রমণী-হৃদয়ে কিবা প্রেম-পারাবার
বহিতেছে নিরবধি।

ল। সুকৃতির ফলে
লভেছি তোমারে নাথ। তপস্যার বলে
লভিল যেমতি সতী দেব মহেশ্বরে
জন্মান্তর পতিরে তাঁহার।

র। বাহু ডোরে,
চিরদিন বাঁধি' প্রিয়ে রাখিব এমনি
জন্ম, জন্ম হ'য়ো তুমি জীবন-সঙ্গিনী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

যমুনা।

গীত।

ভেঙ্গেছে ঘুচেছে মোহের স্বপন,
মজেছি বুঝেছি প্রীতি সে কি ধন।
পেয়ে ভালবাসা, কেটেছে সে নেশা,
দুরাশা কুয়াসা, দূরে সে এখন;
প্রেমে টল টল, হৃদি শতদল
বিমল সরসে বিকাশে কেমন।

(পশ্চাৎ হইতে সুধীন্দ্রের প্রবেশ।)

সু। সুশীতল হ'ল প্রাণ শুনিয়া সঙ্গীত
তব, যেন সুধাধারা ঢেলে দিলে প্রাণে।
কিন্তু দুঃখ হয়, কল্য তব পিতা আসি'

তোমারে লইয়া যা'বে মোর কাছ থেকে।
দীন আমি, পিতা তব অসীম ক্ষমতা-
বান্, বাধা দিব কেমনে তাঁহারে আমি—
তোমারো অনিচ্ছা যবে থাকিতে হেথায়?

য। বিশ্বাস করিবে কি গো আমার কথায়?

সু। বিশ্বাসের যোগ্য হয় অবশ্য করিব।

য। হেথা হ'তে যেতে আর সাধ নাহি মনে।

সু। সে কি? স্বপ্ন মনে জ্ঞান হয় ইহা!

য। সত্য
বটে আশ্চর্য্য একথা, স্বপ্ন যদি' হয়
ভ্রম, কিন্তু নহে মিথ্যা, জেনো স্থির। নহে
স্বপ্ন কভু। ছুটিয়াছে মোহ এবে মোর,
লজ্জা হয় পূর্ব্বকথা, পূর্ব্ব আচরণ
স্মরলে এখন।

সু। রাজরাণী হ'তে সাধ
সত্য কি লো নাহি তব আর?

য। সত্য নাহি
সে সাধ আমার আর। ভেঙ্গেছে স্বপন
এবে লভেছি চেতনা।

সু। নাহি জানি কিসে
তব হইল চেতন, কিসে বা ঘুচিল
তব সোণার স্বপন!

য। তোমার সোহাগে
মোর গলিল কঠিন হিয়া, ভালবেসে

ভুলাইলে অবলার মন। চপল সে
নারী হিয়া, হেরি' তব অচল দৃঢ়তা
হ'ল বিমোহিতা। কি আছে লতার গতি
পাদপ আশ্রয় বিনা? কি আছে নারীর
গতি পতির আশ্রয়ে যদি নাহি থাকে
কভু? নারীর আশ্রয় যা'রা, প্রশ্রয়
পাইয়ে শুধু তা'দের নিকট, হয় গো,
অবলা রমণী অতি বিষম প্রবলা।
অল্পবুদ্ধি মোরা যদি করি কোন ভ্রম
তোমাদের উচিত তা' করিতে শোধন।

সু। হেরিয়ে সুমতি তব হইলাম সুখী
অতিশয়। অনিন্দ্য রূপের তব হ'ল
আজি পূর্ণ সে বিকাশ।

(বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।)

বৈ।　　　　কোথা সেই ঘোর
প্রতারক? উপযুক্ত শাস্তি পাবে আজি
দুরাচার। নীরব কিহেতু নৃপবর?
এই কি তোমার সেই প্রাসাদ সুন্দর?
এই কি তোমার সেই ঐশ্বর্য্য অতুল?

সু। শান্তির কুটীর মোর প্রাসাদের চেয়ে
সুন্দর সহস্রগুণে, অভাব নাহিক
কিছু মোর, আছে হৃদে সন্তোষ অপার।
নহে কি তাহাই মোর ঐশ্বর্য্য অতুল?

বৈ। সে ঐশ্বর্য্য ভোগ কর একা। ভিখারীর
সনে বাস করিবে না দুহিতা আমার।

সু। অনিচ্ছা যদ্যপি থাকে তা'র, নাহি চাহি
ধরিয়া রাখিতে। দুহিতার অভিলাষ
তব, করুন জিজ্ঞাসা।

বৈ। যমুনা আমার,
চাহ কি থাকিতে হেথা কপট শঠের
সহ? অথবা বাসনা তব যাইতে গো
আমার সহিত?

য। পিতঃ, থাকিতে হেথায়
চাহি, নাহি আর অভিলাষ তোমা সহ
যেতে। আর এক আছে মিনতি আমার—
পতি-নিন্দা করিও না আমার সমক্ষে
কভু।

বৈ। ভয় প্রদর্শনে বুঝি শিখায়েছে
বলিতে এ কথা প্রবঞ্চক স্বামী তব।
কিন্তু এ কৌশল খাটিবে না তা'র। দিব
তা'রে শাস্তি সমুচিত প্রতারণা তরে।

য। পতির ইহাতে মোর নাহিক কৌশল
কোন, স্বইচ্ছায় কহিনু ও কথা; এবে
ঘুচিয়াছে ভ্রম মম ফিরিয়াছে মতি।

বৈ। থাকিতে কি চাও তুমি দীন এ কুটীরে
দীন স্বামী সহ?

য। এ দীন কুটীর ভাল

প্রাসাদের চেয়ে। অনর্থের মূল অর্থে
দীন বটে স্বামী মম, কিন্তু নহে দীন
অমূল্য প্রণয় ধনে, পেয়ে যেই ধন
আপনারে সৌভাগ্য শালিনী করি জ্ঞান
রাজরাণী চেয়ে। রাজার মহিষী হয়ে
স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা যদ্যপি হয়, তা'র
চেয়ে ভাগ্যবতী নহে কি সে সতী, পতি
যা'রে ভালবাসে অকপট চিতে ? হয়
যেবা পতি সোহাগিনী, অন্য ধনে কিবা
তা'র প্রয়োজন ? মণিমুক্তা অলঙ্কার
ঘটে ভাগ্যে কত ললনার, কিন্তু হায় !
স্বামীর সোহাগ, যত্ন, প্রীতি, ভালবাসা
ভাগ্যে ঘটে ক'জনার ?

বৈ। বিস্মিত হইনু
আজি শুনিয়ে তোমার কথা। লিখেছিলে
পুত্র যবে মোরে, ছিল না এ মতি তব !
যাই হ'ক মোর সনে ঘোর প্রতারণা
করিল যে জন, সহজে তাহারে কভু
দিবনা নিস্কৃতি। রাজার সমীপে জেন
করি' অভিযোগ সমুচিত শাস্তি দিব
তা'রে।

সু। বেশ কথা সম্মত তাহাতে আমি।
কল্যই প্রস্তুত আছি রাজার সমীপে
যেতে বিচারের তরে।

বৈ। কল্যাই মিটিবে
তব সাধ, এস তবে যমুনা এখন
মোর সাথে।

য। পতিরে ত্যজিয়ে কভু নাহি
যাব আমি।

সু। আজিকার তরে যাও তব
পিতাসহ, বিচারের পরে পুনঃ হ'বে
লো মিলন। সুবিচার করিবেন রাজা
সুনিশ্চয়।

বৈ। সুবিচার করেন যদ্যপি
তিনি, হইবে না ইষ্ট তাহে তব, জেনো
স্থির।

সু। দেখা যা'বে যা' আছে অদৃষ্টে মোর!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

রণেন্দ্র।

(ললিতার প্রবেশ।)

ল। কি ভাবিছ প্রিয়তম? কই এতদিন
দেখিনি ত ভাবিতে তোমায়?

র। এত দিন
শিখিনি ভাবিতে। ভাবনার সুখ এবে
পেয়েছি বুঝিতে। এ শুষ্ক হৃদয় দিয়ে

লভেছি হৃদয় তব চির সুমধুর,
হৃদয়ের বিনিময়ে, মধুর হৃদয়
পেয়ে, ভাবিতে শিখেছি প্রিয়ে, হৃদয়ের
ভাবনা মধুর।

ন। ভালবেসে প্রাণেশ্বর,
হৃদয়ে লয়েছ তুলে—চির ভাগ্যবতী
তাহে আমি। তবে কেন ভাব মোর তরে?

র। ভাবি তুমি নয়নের হ'লে অন্তরাল ;
সম্মুখে তোমারে হেরে থাকে না ভাবনা।

ন। তাই বুঝি সাবধান করে ছিলে তুমি
রমণী হইতে দূরে থাকিতে তোমার
অনুগত অনুচরে?

র। ভুলে যাও প্রিয়ে,
সে সকল কথা এবে—দিওনা গঞ্জনা
আর।

ন। কিন্তু কই তুমি কেন পারিলে না
পালিতে আদেশ তব? কেন মজাইলে
মোরে বেঁধে বাহুপাশে, একাকিনী পেয়ে
উপবনে?

র। সে দিনের করুণ সঙ্গীতে
তব, গলেছিল হিয়া—কি যেন ত্রিদিব-
ছায়া ভাসিতে যে ছিল নয়নে আমার।
বুঝেও বুঝিনি তব মরম-কাহিনী।
বড়ই লজ্জিত তাই আমি।

ল। তোমাদের
নয়নের কি যে গুণ বুঝিতে না পারি,
বেশ দেখে চেন বেশ পুরুষ কি নারী।
নয়নে নয়নে কি গো পার না চিনিতে ?

র। তোমরা নয়ন জ্যোতিঃ ; চিনিতে পেরেছি
এবে। শুনাবে কি মিলন সঙ্গীত আজি—
অমিয় প্রবাহ ঢালি দ্রব করে দিয়ে
পাষাণ হৃদয় মম ? এ নীরস তরু
আশ্রয় করিয়া অয়ি কনকলতিকা,
সঞ্চারিয়ে নবরস সরসিলে প্রাণ
মম পুলক পরশে। সঙ্গীত শুনায়ে
কর মোহিত এবার।

ল। ভাল শুন তবে—

গীত।

পরাণে পরাণে মধুর মিলনে
বাঁধা যে দু'জনে প্রেমের বাঁধনে :
পেয়ে ভালবাসা, জুড়াল পিপাসা
কিসের যে নেশা জাগে নয়নে।
হৃদয়ে হৃদয়ে রয়েছি মিশায়ে
মেটেনা মিটিয়ে আশা কে জানে !

র। পরিতৃপ্ত হ'ল প্রাণ এ মিলন গীতে,
কি ললিত কণ্ঠ তব ললিতা আমার !

ল। পরিতৃপ্ত করিবে কি বাসনা আমার
নাথ ?

র। কি বাসনা জাগে চিতে, হৃদয়ের
রাণি, অবশ্য পালিব তাহা—

ল। বহুদিন
পাই নাই পিতার সংবাদ; হেরি নাই
দিদিদের স্নেহের মূরতি—বিচঞ্চল
চিত্ত তাই। সাথে লয়ে যাইবে কি
নাথ তাঁ'দের সকাশে মোরে? চল এবে
দোঁহে মিলি পরিজন মাঝে বিলাইগে
অনন্ত এ উছলিত সুখ উৎস বারি,
প্রিয়জনে তব—বঞ্চিত রেখনা আর
এ সুখ সম্ভার হ'তে।

র। যেতে পারি—কিন্তু
লজ্জা হয় প্রিয়ে, তোমারে লইয়া যেতে
প্রিয়জন পাশে। অসম্ভব ছিল যাহা মনে
সকলের, দেখিবে সম্ভব তাহা। উচ্চ
হাসি হাসিবে সকলে। বড়ই লজ্জিত
হ'ব তাহে। হয় ত সহিতে হ'বে কত,
মিষ্ট তিরস্কার।

ল। তুমিও কৌতুক প্রিয়
জানে সকলেই; সন্তুষ্ট করিবে সবে
পরিহাস ছলে।

র। তোমারে লভিয়ে প্রিয়ে,
ভুলে গেছি পরিহাস যত। জাগিতেছে
হৃদে শুধু তোমারি চেতনা।

ল। ভাল যদি
এত বাধা আসে তব মনে কায নাই
পুরাইয়া বাসনা আমার। অনুচর
বেশে পুনঃ ফিরিব তোমার সনে। রব
নিরুদ্দেশ চিরদিন আত্মজন কাছে।
চাপিয়া রাখিব হৃদে অতি সঙ্গোপনে
কৃপণের ধন সম এ দুর্লভ সুখ।

র। তাও কি সম্ভব অয়ি, হৃদয় তোষিণি ?

ল। সম্ভব ত ছিল এত দিন।

র। যুগান্তর
ঘটিয়াছে তা'র। দিওনা দিওনা প্রিয়ে
লজ্জা আর বার। হৃদয়ের অধীশ্বরী
তুমি—এ মোহিনী প্রেমছবি আর কভু
দিবনা ঢাকিতে সেই বেশে। পূর্ব্বকৃত
অপরাধ মম, মুছে ফেল প্রিয়তমে
হৃদিপট হতে চিরতরে। স্বার্থপর
কাপুরুষ সম তুচ্ছ লাজ ভয়ে কত
দিন রাখিব লুকায়ে প্রেমভরা মম
এ নব জীবন বৃথা আর। একদিন
হবে ত প্রকাশ—কেন তবে মিটা'ব না
তোমার বাসনা ? কর্ত্তব্য আমার যাহা।

ল। না, না, প্রিয়তম ব্যথা যদি পাও তুমি
তিলেকের তরে, কায নাই, অনুরোধ
রাখিয়া দাসীর। অনিবার্য্য হইলেও

বাসনা আমার, দলিয়া ফেলিব তাহা
শুধু তব মুখ চেয়ে। অশ্রুধারে ধুয়ে
যা'বে পূর্ব্ব স্নেহ স্মৃতি ; শুকা'বে সে জল
পুনঃ প্রেমদীপ্ত নয়ন কিরণে তব।

স। দিয়েছ তাহার তুমি পূর্ণ পরিচয়।
তাই ত বেঁধেছ মোরে প্রীতিময় পাশে।
প্রেমময়ি, তব স্নিগ্ধ ললিত পরশে
হ'য়েছে জীবন মম ধন্য চিরতরে।
তোমার আদর্শ স্মরি' প্রিয়ে, নাহি যদি
যুচে দুর্ব্বলতা এ হৃদয় হ'তে, মোর
চেয়ে অধম কে আর তবে? করিও না
চিন্তা প্রিয়তমে। সহিতে পারিব এবে
হাসিমুখে বন্ধুদের বিদ্রূপ তাড়না ;
উচিত সে শাস্তি মম দেরিবে অচিরে।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাধবের বাটী।

মাধবের স্ত্রী ও রাজবেশে মাধব।

মা। অয়ি আকর্ণনাসিকে, খঞ্জন দন্তিকে, অয়ি কেশরী-
বদনা, বাঁশরী নয়না, গজেন্দ্রগ্রাসিনি, মরাল-
হাসিনি—

স্ত্রী। আ মরি, ও আবার কি ঢং, ও আবার কি সং সাজা হ'য়েছে!

মা। নহে ঢং, নহে সং, অধুনা রাজা অহং। হা হা হা অধুনা রাজা, বাহবা কি মজা! তুমি রাজরাণী আমি তব প্রজা!

স্ত্রী। খেয়েছ কি গাঁজা? কি আবল্ তাবল্ বকচো কিছু বুঝ্তে পাচ্চিনি।

মা। তবে কায়মনোবাক্য শ্রবণ কর, আমি আদ্যপ্রান্ত আবেদন কর্‌চি। রাজা রাজকার্য্য থেকে অবসাদ গ্রহণ করেছেন, আর রাজ্যের ভার আমার ওপর পদার্পণ করেছেন। তাই অধুনা আমি রাজা—তুমি রাণী—এই দেখ রাজার চিঠি (পত্র পাঠ)

প্রিয় বয়স্য,

কোনও বিশেষ কারণে আপাততঃ রাজ্যের ভার তোমায় দিলাম। যাহা যাহা করিতে হইবে মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়াছি। তাহার পরামর্শ মত কার্য্য করিও।

স্থধীন্দ্র—

দেখ্‌লে ত? শুন্‌লে ত? বুঝ্‌লে ত? এখন রাণীর মত চাল চলন দোরস্ত কর। আমার চাল চলন দেখে কতকটা শিখ্‌তে চেষ্টা কর।

স্ত্রী। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। রাজা বোধ হয় তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন।

মা। আরে না না, ঠাট্টা নয়, আমি সেদিন নিজে তা'র এক অভিযোক্তের বিচার করেছি। আসল কথাটা কি জান—রাজা একেবারে গোল্লায় গেছে, একটা মেয়ে মানুষের জন্যে পাগল হয়েছে, তাই রাজ্য টাজ্য সব ছেড়ে তা'র সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্চে। সে আর রাজ্যে পরিবর্ত্তন করবে বলে বোধ হয় না। আমার কপালের লিখন খণ্ডন করে কার সাধ্য? কুষ্টিতে পষ্ট লেখা আছে—রাজসম্মান লাভ। মিথ্যে হবার যো কি। এখন চল রাজপ্রসাদে গিয়ে বাস করি। তুমি মহীষ হ'য়ে আমার বামে বসে থাকবে।

স্ত্রী। আ মরণ আমি কেন মোষ হ'তে যাব, মিন্‌ষের কথার ছিরি দেখ না।

মা। ছি ছি রাণী, কথা শুনি তব
মরে যাই লাজে। অধুনা কি সাজে
ওইরূপ কথা তব মুখে?

হায় হায় তোমায় নিয়ে দেখ্‌ছি আমায় অনেক ভুগ্‌তে হ'বে। আমার কপাল চায় রাজা হ'তে তোমার মন চায় ঘুঁটে কুড়োতে। তোমায় অনেক গড়ে পিটে নিতে হবে দেখ্‌ছি।

স্ত্রী। তবে রে অলপ্পেয়ে মিন্‌ষে, আমায় পিটে নিতে হবে। এই দ্যাখ্‌, কে কাকে প্রেটে—

(প্রহার)

মা। অয়ি প্রবল প্রকাণ্ড অবলা, শান্ত হও, শান্ত হও। তুমি আমার তাৎপর্য্য বুঝিবার ভুল করিয়াছ। যা' হোক এতাবৎ যা' করেছ করেছ, অধুনা আর রাজার গায়ে তোমার কঠিন হস্ত উত্তোলন করে কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিও না। মনে থাকে যেন এখন তুমি আর মাধব গৃহিণী নও রাজরাণী।

স্ত্রী। আ মরণ কথার ছিরি দেখ না, আমি আর ওঁর গিন্নি নয়, রাজার গিন্নি। ফের যদি অমন কথা মুখে আন ত দেখ্‌বে মজা—

মা। পুনশ্চ ভুল বুঝেছ। আমি কোন অন্যায় কথা বলিনি। অধুনা তোমার মাধবই রাজা, সুতরাং তুমি রাজরাণী। আমি যে রাজা হ'ব তা বরাবরই জান্‌তেম। একটা বড় খট্‌কা ছিল তাই এতদিন কাউকে বলিনি। এখন সে খট্‌কা ঘুচেছে, কায়-মনোবাক্যে আমূল অভিধান কর। আমরা দুই যমজ ভাই ছিলেম ঠিক্ একরকম চেহারা। একজনের হাত দেখে এক গণক বলেছিল যে সে রাজা হ'বে। কিন্তু সে কা'র হাত দেখেছিল, আমার না আমার ভায়ের, তা ঠিক্ কেউ বল্‌তে পারে না। আমাদের বাপ মা কখনো বল্‌তেন আমার হাত দেখে বলেছে, কখনো বল্‌তেন আমার ভায়ের।

স্ত্রী। কি আশ্চয্যি তোমার বাপ্ মা তোমাদের চিন্‌তে পার্‌তেন না! এ সব কথা তুমি আমায় এতদিন বলনি? তোমার সে ভাই কোথা? তুমি যখন

এখানে থাক্‌বে না এমন সময় যদি সে কখন এখানে আসে তবেই ত মুস্কিল! আমি চিন্‌তে পার্‌বো না, তা'কেই তুমি ঠাওরাব!

মা। না না সে ভয় নেই, আগে সব অভিধানই কর না। এক দিন আমরা দুজনে পুষ্করণীতে নাইতে নাইতে মিশিয়ে গোলমাল হ'য়ে গেছলুম, এমন সময়ে একজন হঠাৎ ডুবে গেলুম, আর তা'তেই তা'র মৃত্যু হ'ল। সে আমি কি আমার ভাই তা' বলা সুকঠিন। কখনো কখনো আমার মনে হয় সে আমি নই আমার ভাই, আবার কখনো কখনো মনে হয় সে আমিই বটে। আমার কুষ্টিতে যখন লেখা আছে আমি রাজা হ'ব, যখন সত্যি সত্যিই আমি রাজা হ'য়েছি, তবে যে আমি জলে ডুবে মরিনি তা' এক প্রকার নিশ্চিত।

(একজন রাজভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। খুড়ো মশায়, খুড়ি মহারাজ, আমাদের আসল মহারাজ ফিরে এসেছেন, আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।

(প্রস্থান।)

মা। অ্যাঁ—সে কি? ফিরে এসেছে? রাজা আবার ফিরে এসেছে? তবে আর আমার রাজা হওয়া হ'ল না? যে জলে ডুবেছিল বুঝেছি সে আমার ভাই নয় আমিই বটে। তবে বুঝি বা তুমি আমার ভাজ! হা অদৃষ্ট! দেখি রাজা কি লিখ্‌ছে।

প্রিয় বয়স্য,

আমি এইমাত্র রাজ্যে ফিরিতেছি। সংবাদ অতি শুভ। তুমি কাল রাজসভায় অবশ্য আসিবে। তোমার কিম্বা তোমার গৃহিণীর যদি কিছু প্রার্থনা থাকে জানাইবে, সন্তুষ্টচিত্তে পূরণ করিব।

সুধীন্দ্র।

তবু মন্দের ভাল। শুন্‌লে ত ? যা' চাইবে তা' পাবে। ভেবে ঠিক্ ক'রে রাখিগে চল।

স্ত্রী। ভাব্‌বো আর কি, এই আমার খান কতক গয়না চাই হার, তাগা, বালা, চিক, গোট—

মা। অত সব মনে থাক্‌বে না, একটা ফর্দ্দ করে ফেলিগে চল। কুষ্টিতে ঠিক্ যে রাজা হ'ব এমন কথা কিছু লেখা ছিল না, লেখা ছিল রাজসম্মান—তা' ত পাচ্চি। তবে বোধ হয় যে জলে ডুবে মরেছিল সে আমি নই আমার ভাই বটে ; আঃ বাঁচা গেল, তবে তুমি আমার গিন্নিই বটে। চল চল, তোমার আমার দুজনকার একটা ফর্দ্দ করে ফেলি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—সভাগৃহ।

বৈকুণ্ঠ, যমুনা, লহরী ও অরবিন্দ।

বৈ। কতক্ষণে মহারাজ আসিবেন হেথা ?

অরবিন্দ এখনো কি বল তুমি, ভ্রাতা

তব মহারাজ? এখনো কি কপটতা
করিবারে চাহ?

অ। মহারাজ ভ্রাতা কি না
মোর, কহিব না সে কথা এখন। শীঘ্র
হ'বে রহস্য প্রকাশ। কপটতা যদি
করে থাকি; বলেছি ত এই রত্ন হ'তে
বঞ্চিত করিও মোরে?

বৈ। শুধু তাই নহে
অন্য শাস্তি পেতে হ'বে প্রতারণা তরে।

অ। অন্য শাস্তি লঘু অতি তা'র তুলনায়!

ল। দিদি, হেরি তব ভাবান্তর অতি। নাহি
এবে আর সেই গর্ব্বিতা প্রকৃতি, সেই
দর্পিত চাহনি কিম্বা অবজ্ঞার হাসি।
নতমুখী এবে, দৃষ্টি সদা ধরাতলে—
কি যেন চিন্তার ছায়া বিষণ্ণ আননে
হেরি। তথাপি সুন্দর শোভা ধরিয়াছে
মূরতি তোমার আজি; হেরি নাই হেন
শোভাময়ী মূরতি তোমার কভু। কহ
সত্য করি' বিষণ্ণ কিহেতু হেরি?

য। বোন্
পতির কারণে আজি হয়েছি চিন্তিত!
রাজার বিচারে যদি শাস্তি পান পতি,
সেই ভয়ে আকুল পরাণ মোর। সত্য
বটে প্রতারণা করি' লভিল আমারে

পতি, কিন্তু জেনো অকৃত্রিম ভালবাসা
একমাত্র কারণ তাহার। অপার সে
ভালবাসা নাহিক তুলনা তা'র। সেই
আত্মহারা ভালবাসা এ মরু হৃদয়ে
ঢালিতেছে অহরহঃ অমিয় প্রবাহ।
মদগর্ব্বে ছিনু গরবিণী আগে, এবে
গরবিণী পতির সোহাগে। সেই পতি
হ'তে মোরে বঞ্চিত কি করিবেন রাজা ?

ল। সুবিচার করিবেন অবশ্যই তিনি
ভেবোনা তাহার তরে। (স্বগত) এই আত্মহারা
সুগভীর প্রেম পাই যদি অরবিন্দ
কাছে, তুচ্ছ করি অতুল ঐশ্বর্য্য কিম্বা
অপার সম্মান।

বৈ। এখনো কিহেতু নাহি
আসিছেন রাজা ?

অ। অধৈর্য্য হয়োনা আর
ওই আসিছেন মহারাজ।

(মন্ত্রী ও মাধব সহ রাজবেশে সুধীন্দ্রের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন।

বৈ। এ কি!

য। স্বপ্ন নাকি ?

ল। সেই ত এ সুনিশ্চয়!
কিছুই বুঝিতে নারি।

বৈ। একই আকৃতি!
কিছুই বুঝিতে নারি, নিদ্রিত ত নহি

আমি ? একি জাগ্রত স্বপন ? অপ্রত্যয়
করিবারে চাহে মন আঁখি যাহা হেরে !

ম (বৈকুণ্ঠের প্রতি)
অভিযোগ কিবা আছে তব ? মহারাজ
শুনিতে প্রস্তুত।

বৈ। (কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে অবস্থিতি।)

ম। নীরব কিহেতু ? মিথ্যা
বুঝি অভিযোগ তব ? তা' যদ্যপি হয়
শাস্তি জেন পাইবে তাহার তরে।

বৈ। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে) নহে
মিথ্যা—সত্য মিথ্যা বুঝিতে না পারি।

ম। সে কি ?
হইয়াছ বয়সে প্রবীণ, সত্য মিথ্যা
বুঝিতে না পার ?

বৈ। বুঝিব কেমনে ? ছিল
দীন জামাতা আমার যেই, দীন পর্ণ
কুটীরে করিত যেবা বাস, ঠিক্ তা'র
প্রতিকৃতি হেরি আজি রাজ সিংহাসনে।

সু। নহে প্রতিকৃতি তা'র সেই বটে আমি।
আমিই জামাতা তব। আছে কি সংশয়
তাহে কোন ? সুলোচনে, তোমারো কি তাহে
আছে লো সংশয় ?

মা। (স্বগত) রাজার গাম্ভীর্য্য একেবারে নেই, চাল
চলন কতক আমার মত আছে বটে, কিন্তু আমার

অভিনয়টা যেমন সুন্দর হ'য়েছিল, রাজার তেমনটি হচ্চে না। যেন কেমন এক নরম নরম ভাব—একটু গরম, একটু গম্ভীর না হ'লে কি রাজা মানায়?

অ। নীরব কিহেতু সবে?
প্রত্যয় না হয় তাহে প্রত্যক্ষ করিছ
যাহা? মিথ্যা বলি' কথা মোর এখনো কি
হয় জ্ঞান?

সু। যমুনা, যমুনা, ছল ছল
কেন তব আঁখি আজি এ সুখের দিনে?
মিটেছে ত অভিলাষ তব!

য। মহারাজ—

সু। মহারাজ অপরের কাছে, দূর বলি
বোধ হয় তব মুখে হেন সম্ভাষণ।

য। (জানু পাতিয়া) প্রভু, স্বামী, দেবতা আমার, অবলার অপরাধ করিবে কি ক্ষমা নিজগুণে?

সু। উঠ উঠ হৃদিরাজ্য অধিশ্বরি মম!
আমিও তোমার কাছে করিয়াছি বহু
অপরাধ, দিয়াছি অনেক ক্লেশ, ক্ষমা
কর মোরে তা'র তরে।

য। দাসীর নিকটে
ক্ষমা কেন চাহ প্রভু?

বৈ। মহারাজ ক্ষম
মোরে, না জেনে করেছি অপরাধ।

সু।　　　　　　　　　　কোন
দোষ নাই তব। সংশোধন করিবারে
যমুনার উদ্ধত প্রকৃতি, ক'রেছিনু
কৌশল আশ্রয়। এবে পূর্ণ মনস্কাম—
রমণীর শিরোমণি যমুনা এখন,
রূপেগুণে তুল্য অলঙ্কৃতা, অধিষ্ঠাত্রী
দেবী নহে শুধু মম হৃদয় রাজ্যের,
রাজলক্ষ্মী এতদিনে হইল দুহিতা
তব।

বৈ।　　ধন্য শিক্ষা তব, ধন্য সে ক্ষমতা।
যমুনার করিলে হে পরম মঙ্গল,
চির কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিলে আমারে।

অ। (বৈকুণ্ঠের প্রতি)
মোরে কি বাঁধিবে চির কৃতজ্ঞতা পাশে
এই রত্ন করি' দান ?

বৈ।　　　　　　　　রাজার সমক্ষে
আমি সঁপিনু তোমার করে লহরীরে
মোর। করি আশীর্ব্বাদ সুখে থাক দোঁহে।
হায় ললিতা থাকিত যদি আজি এই
হরষের দিনে!

য।　　　　　　পিতঃ হ'য়োনা চিন্তিত।
ললিতা জীবিতা থাকে যদি, রাজা তবে
সুনিশ্চয় করিবেন সন্ধান তাহার।

সন্ধান যদি না পান, হইবে কলঙ্ক
তাঁ'র শাসনের তাহে।

সু। তন্ন তন্ন করি'
জেন করিব সন্ধান ভগ্নী ললিতার,
জীবিতা যদ্যপি থাকে, অবশ্য পাইব
তা'রে।

(অবগুণ্ঠনবতী ললিতার সহিত রণেন্দ্রের প্রবেশ।)

সু। একি, রণেন্দ্র রমণী সহ? এ যে
অসম্ভব, প্রত্যয় কেমনে করি?

র। আর
কেন গঞ্জনা আমায়, হইল সম্ভব
অসম্ভব ছিল যাহা এককালে।

অ। সে কি?
অটল প্রতিজ্ঞা তব রহিল কোথায়?

র। তোমাদের দেখাদেখি মিশিলাম দলে।

সু। ধন্য বীরাঙ্গনা, ধন্য ধন্য নারীকুলে,
বীর হৃদি পরাজিলে বিনা অস্ত্রবলে।

অ। ঘুচেছে কি সংশয় তোমার?

র। ঘুচিয়াছে।
বুঝেছি সংসার ঘোর প্রহেলিকাময়।
সাধ করে যমুনায় ঝাঁপ দিল রাজা;
লহরীতে গা ভাসা'লে তুমিও আপনি।
মরুভূমি মাঝে হেরি' প্রসন্ন সলিলা
ধীরা ললিতা সরসী—অবগাহি প্রাণ
মন করিনু শীতল তোমাদের মত।

য। ললিতা, ললিতা, আহা ভগিনী আমার
খোল অবগুণ্ঠন তোমার। কত দিন
হেরি নাই ও চারু আনন।

সু। ধন্য তুমি
সেনাপতি, লভিয়াছ রমণী কুলের
ধন্যা রমণী রতনে।

অ। কিন্তু করিয়াছ
ভুল প্রিয়বর। ললিতা সরসী কোথা?
এ যে গো ষোড়শী।

য। এ সুখের দিনে পিতঃ
হারাণ রতনে তব কর সমর্পণ
সেনাপতি করে করি' শুভ আশীর্ব্বাদ
প্রণয়ী যুগলে।

বৈ। ধর ধর আমি আর
পারিনা দাঁড়া'তে। পাই না দেখিতে কিছু
আনন্দ সলিলে পূর্ণ নয়ন যুগল;
কোথা মা, কোথা মা, বৎসে, ললিতা আমার।

ললি। পিতঃ, পিতঃ, দেহ পদধুলি মোরে; ক্ষম
অপরাধ—কত ব্যথা তোমার হৃদয়ে
দিয়েছি না বুঝে। তনয়ার দোষ পিতঃ
কোরনা গ্রহণ।

বৈ। সুখে থাক মা আমার,
জন্ম জন্ম সুখে থাক, প্রিয় পতি সনে।
তোমাদের সুখে আমি চিরসুখী আজি।

য। আজি কি আনন্দ মরি, মরি কি উল্লাস,
এত দিনে পূর্ণ মম চির অভিলাষ।

অ। ধন্য আমি মনোমত লভেছি প্রিয়ায়।

ল। আমিও হ'য়েছি ধন্য তোমারি কৃপায়।

র। ধন্য রাজা, সাধিয়াছ অসাধ্য সাধন।

সু। ললিতা সবার ধন্য প্রেমিক জীবন
তুমি লভিলে যা' হ'তে।

মা। (স্বগত) এদের মতন
একেবারে জোড়া জোড়া দেখিনি মিলন ;
এদের কাছেতে আর থাকিতে কি আছে ?
আমিও হইগে ধন্য গৃহিণীর কাছে।

(প্রস্থান।

সু। মানবের শুভ বিভু করেন সাধন
হ'য়েছে কৃপায় তাঁ'রি এ শুভ মিলন,
সকলের মন সাধ হ'য়েছে পূরণ
মধুর মিলন আজি মধুর মিলন।

যবনিকা পতন